ত্রয়োদশ অধ্যায়

দারিদ্র বিমোচন

[ঘনবসতিপূর্ণ ও সীমিত সম্পদের এদেশে ২০০৫ সালে চরম দারিদ্রের হার (মাথা-গননা পদ্ধতিতে) ছিল শতকরা ৪০.৪ (বাংলাদেশ খানা আয় ও ব্যয় জরিপ- HIES ২০০৫ অনুযায়ী) যা ২০১০ এ নেমে দাঁড়িয়েছে ৩১.৫ শতাংশে (বাংলাদেশ খানা আয় ও ব্যয় জরিপ-HIES ২০১০ এর প্রাথমিক হিসাব মতে)। অপরদিকে UNDP- Human Development Report ২০১১ এর তথ্যমতে Multi-dimensional Poverty Index (MPI) এ বাংলাদেশের মান ছিল ০.২৯২। পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে ২০১৩ ও ২০২১ সালের মধ্যে এ দারিদ্রের হার যথাক্রমে ২৫ শতাংশ ও ১৫ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্যে অতি দরিদ্রদের জন্য টেকসই সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ে তোলা, অন্ততঃ ২০১৭ সালের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষমাত্রা (এমডিজি) অর্জন, দীর্ঘমেয়াদী রূপকল্প হিসেবে 'বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২১) এবং ২০১১-১৫ মেয়াদের জন্য ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন- এর বিষয়ে সরকারের জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এ উদ্দেশ্যে ২০১১-১২ অর্থবছরে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দারিদ্র নিরসন কার্যক্রমসমূহের ব্যয় বাবদ মোট বরাদ্দ রয়েছে ৮৬৮৯১ কোটি টাকা যা মোট বাজেটের ৫৩.১২ শতাংশ। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মোট ২২৫৫৬.০৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে । এর আওতায়- বয়স্ক ভাতা, স্বামী পরিত্যাক্তা দু:স্থ মহিলাদের ভাতা, অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী সহ বিভিন্ন কার্যক্রম রয়েছে। এছাড়াও দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে আশ্রায়ন প্রকল্প, একটি বাড়ি একটি খামার, ঘরে ফেরা, মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ, ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুণর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। evsjv‡`‡k B‡Zvg‡a¨Ô`wi` I ¶aÕ msiwkó 1 bs GgwWwR AR‡bi c‡_ AMMvgx Av‡Q । দারিদ্র বিমোচনে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ), বিভিন্ন ব্যাংক এবং NGO সংশ্লিষ্ট রয়েছে। ২০১১-১২ A_ eQ‡i ৪টি বাণিজ্যিক ব্যাংক ও দুটো বিশেষায়িত ব্যাংকের ডিসেম্বর ২০১১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ হয়েছে ২০৫৪২.৩৯ কোটি টাকা এবং আদায়ের পরিমাণ ২০০৮১.৩৭ কোটি টাকা। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার মাধ্যমে ডিসেম্বর ২০১১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণের পরিমাণ ৯৯৮৮৬.৫৪ কোটি টাকা ও ঋণ আদায়ের পরিমাণ ৮৯৪৮২.২৮ কোটি টাকা । দারিদ্র বিমোচনে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি টেকসই করাসহ অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়নে অর্থ বিভাগসহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থাসমূহের প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে।]

দারিদ্রের মাত্রা ও বাংলাদেশের অবস্থান

স্বাধীনতা অর্জনের পর ৪০ বছর ধরে সরকার এদেশের দারিদ্রের হার হ্রাস তথা দারিদ্রক্লিষ্ট মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে বাংলাদেশ দারিদ্র নিরসনে উল্ল্যেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। এদেশে দারিদ্র সীমার নিচে অবস্থিত জনসংখ্যার হার বর্তমানে ৩১.৫ শতাংশ। এ সফলতা সত্ত্বেও এখনো পর্যন্ত দেশের সকল ধরণের নীতি নির্ধারণ ও উন্নয়ন কৌশলের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে দারিদ্র বিমোচন। দারিদ্র বিমোচন হচ্ছে এদেশের আর্থসামাজিক অগ্রগতির গুরুত্বপূর্ণ নিদের্শক। UNDP কর্তৃক প্রকাশিত Human Development Report 2011 অনুযায়ী আয় দারিদ্রের দিক থেকে ২০১১ সালে এদেশের মোট জনসংখ্যার ৪০ শতাংশ ছিল দরিদ্র। অপরদিকে UNDP- এর উক্ত রিপোর্ট এ বাংলাদেশ নিম্ন মানব উন্নয়ন সূচকের (HDI) তালিকাভুক্ত ১০৪টি দেশের মধ্যে Multi-Dimensional Poverty Index (MPI) এ বাংলাদেশের মান ছিল ০.২৯২ (নিম্ন মানের HDI), যেখানে পার্শ্ববর্তী দেশ নেপাল (নিম্ন মানের HDI), পাকিস্তান (নিম্ন মানের HDI), ভারত (মধ্যম মানের HDI), ও শ্রীলংকার (মধ্যম মানের HDI) MPI মান ছিল যথাক্রমে ০.৩৫০, ০. ২৬৪, ০.২৮৩, ও ০.০২১ ।

পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিষয়টি সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত। ১৯৭৩ সাল থেকে ২০০২ পর্যন্ত ৫টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং একটি দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার অন্যতম লক্ষ্য ছিল দারিদ্র বিমোচন । এ উন্নয়ন কর্মকান্ডসমূহের ফলে বাংলাদেশ আয় ও মানব দারিদ্র দূরীকরণে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে। অন্ততঃ ২০১৭ সালের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষমাত্রা (এমডিজি) অর্জনের ব্যাপারে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ লক্ষ্য অর্জনের ধারাবাহিকতায় সরকার কর্তৃক দ্বিতীয় দারিদ্র নিরসন কৌশল পত্রের সময়োপযোগী সংশোধন (জাতীয় দারিদ্র নিরসন কৌশলপত্র-২, ২০০৯-২০১১: দিন বদলের পদক্ষেপ) করা হয়েছে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য দীর্ঘমেয়াদী রূপকল্প হিসাবে 'বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২১)' শীর্ষক পরিকল্পনা দলিল প্রণয়ন করা হয়। এ রূপকল্প রূপায়নের লক্ষ্যে ২০১১-১৫ মেয়াদের জন্য ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাও ২০১১ এর জুন থেকে শুরু হয়। এ দীর্ঘমেয়াদী রূপকল্প ও মধ্যমেয়াদী কার্যক্রম হিসেবে ষষ্ঠ

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মৌলিক উদ্দেশ্য হচ্ছে উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন তথা দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী জনগণের সংখ্যা বর্তমানের ৩১.৫ শতাংশ থেকে ১৫ শতাংশে নামিয়ে আনা, এবং ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা। উল্লেখ্য, দারিদ্র নিরসনসহ আরো কতিপয় সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) অর্জনে বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই বেশ সাফল্য লাভ করেছে।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) অর্জনে অগ্রগতি

জাতিসংঘ ঘোষিত Millennium Development Goals (MDGs) এর লক্ষ্যসমূহের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে- ¶av ও চরম `wi‡¤ 2015 mv‡ji g‡a¨ Kwg‡q Avbv। UNDP- evsjv‡`k miKvi KZK †hŠ_fv‡e ÒMillennium Development Goals: Bangladesh Progress Report 2010” kxlK cKwkZ cwZ‡e`‡b msMnxZ Z_¨ Aনুযায়ী, evsjv‡`k B‡Zvg‡a¨ Ô`wi` I ¶avÕ mswkó 1 bs GgwWwR AR‡bi c‡_ AMMvgx হয়েছে। ২০১৫ এর লক্ষ্যমাত্রায় দারিদ্রসীমা কমিয়ে ২৯.০ তে নামিয়ে আনার বিপরীতে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর খানা আয় ও ব্যয় জরিপ, ২০১০ এর প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী ৩১.৫ অর্জিত হয় যা দারিদ্রসীমা হ্রাস Track এ অবস্থান করছে। দারিদ্র সংশ্লিষ্ট সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) অর্জনে বাংলাদেশের অগ্রগতি নিম্নলিখিত সারণিতে দেয়া হল:

সারণি ১৩.১ঃ একনজরে দারিদ্র সংশ্লিষ্ট সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) অর্জনের অগ্রগতি

উদ্দেশ্য, লক্ষ্য এবং নির্দেশকসমূহ (সংশোধিত)	ভিত্তি বৎসর ১৯৯০-৯১	বর্তমান অবস্থা	২০১৫ এর লক্ষ্যমাত্রা	মন্তব্য
লক্ষ্যমাত্রা ১ঃ চরম দারিদ্র ও ক্ষুধা দূরীকরণ				
লক্ষ্য ১ কঃ দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর অনুপাত ১৯৯০-২০১৫ এর মধ্যে অর্ধেকে নামিয়ে আনা				
১.১ জাতীয় উচ্চ দারিদ্র রেখা এর নীচে বসবাসকারী জনসংখ্যার শতকরা অংশ (২১২২ কি. ক্যাল.)	৫৬.৬	৩১.৫ (২০১০ HIES এর প্রাথমিক হিসাব)	২৯.০	→
১.২ দারিদ্র ব্যবধান অনুপাত	১৭.০	৬.৫ (২০১০)	৮.০	→
১.৩ জাতীয় ভোগ এ দরিদ্রতম এক পঞ্চমাংশ জনগোষ্ঠী এর শতকরা অংশ	৬.৫	৮.৮৫ (২০১০)	প্রযোজ্য নয়	-
লক্ষ্য ১খঃ মহিলা ও যুবসমাজ সহ সকলের জন্য পূর্ণকালীন ও উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান এবং সম্মানজনক কাজ আহরণ				
১.৫. মোট জনসংখ্যা ও কর্মসংস্থান এর শতকরা হার	৪৮.৫	৫৯.৩ (২০১০) (LFS২০১০)	সকলের জন্য	↓
লক্ষ্য ১গঃ ক্ষুধাক্লীষ্ট জনগোষ্ঠীর অনুপাত ১৯৯০-২০১৫ এর মধ্যে অর্ধেকে নামিয়ে আনা				
১.৮ পাঁচ বছরের কম বয়সী নিম্ন ওজনসম্পন্ন শিশুদের অবস্থা	৬৬.০	৪৫.০ (২০০৯)	৩৩	
১.৯ নূন্যতম খাদ্যশক্তি এর চেয়ে কম পরিমাণে গ্রহণকারী জনসংখ্যার হার	২৮.০	১৯.৫ (২০০৫)	১৪.০	↓

উৎস: বিবিএস, UNDP বাংলাদেশ, ২০১০। → = on track, ↓ = ২০১৫ এর মধ্যে অর্জন সম্ভব নয়

দারিদ্র নিরসন কৌশল কাঠামো

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দারিদ্র নিরসনের জন্য গৃহীত কৌশলসমূহ হচ্ছেঃ

- দরিদ্র অঞ্চলে উপার্জনক্ষম লোকের কাজের সুযোগ সৃষ্টি;
- কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং অকৃষি খাতে কমর্সৃজন;
- শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা পানি সরবরাহ ও পুষ্টি খাতে সরকারি ব্যয়ে আঞ্চলিক বৈষম্যের বিষয়টির ওপর অধিক গুরুত্বারোপ করা;
- খাস জমি বিতরণ, সার, বীজ, সেচ, বিদ্যুৎ এবং গ্রামীণ সড়ক ব্যবস্থা ইত্যাদি বিভিন্ন উপাদন সহায়ক বিষয়সমূহে দরিদ্রদের অগ্রাধিকার নিশ্চিতকরণ;

- দরিদ্রদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক অর্থায়নের ব্যবস্থা করা;
- শহরবাসী দরিদ্রদের জন্য নাগরিক সুবিধা প্রদান করা।

সংশোধিত দ্বিতীয় দারিদ্র নিরসন কৌশলপত্রের (দিন বদলের পদক্ষেপ ২০০৯-১১) দারিদ্র নিরসন কৌশল কাঠামোর কৌশলগত ব্লকগুলো হচ্ছে ঃ

১। দরিদ্রবান্ধব প্রবৃদ্ধির জন্য সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি,
২। দরিদ্রবান্ধব প্রবৃদ্ধির জন্য গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলোতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি,
৩। দরিদ্রবান্ধব প্রবৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ,
৪। অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর জন্য সামাজিক নিরাপত্তা এবং
৫। মানব সম্পদ উন্নয়ন।

বাংলাদেশে দারিদ্র পরিমাপ

বাংলাদেশে সর্বপ্রথম খানা ব্যয় জরিপ (Household Expenditure Survey-HES) ১৯৭৩-৭৪ অর্থবছরে পরিচালিত হয় এবং পরবর্তীকালে আরো কয়েকটি জরিপ পরিচালনা করা হয়। সর্বশেষ খানা আয়-ব্যয় জরিপ চালনা করা হয় ২০১০ সালে। ১৯৯০-৯১ পর্যন্ত পরিচালিত খানা ব্যয় জরিপে দেশের দারিদ্র পরিমাপের জন্য খাদ্য শক্তি গ্রহণ (Food Energy Intake-FEI) এবং প্রত্যক্ষ ক্যালরী গ্রহণ (Direct Calory Intake-FEI)পদ্ধতি অনুসরণ করা হত। দারিদ্র পরিমাপে জনপ্রতি প্রতিদিন ২১২২ কিলোক্যালরির নিচে খাদ্য গ্রহণকে অনপেক্ষ দারিদ্র (Absolute Poverty) এবং ১৮০৫ কিলো ক্যালরির নিচে খাদ্য গ্রহণকে চরম দারিদ্র (Hard Core Poverty) হিসেবে গণ্য করা হয়। প্রথম বারের মতো ১৯৯৫-৯৬ সালে পরিচালিত খানা জরিপে মৌলিক চাহিদা ব্যয় (Cost of Basic Needs-CBN) পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। অনুরূভাবে ২০০০,২০০৫ ও ২০১০ সালের জরিপে একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। এ পদ্ধতিতে দারিদ্র পরিমাপে খাদ্য বর্হিভূত (Non Food) ভোগ্যপণ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বিবিএস কর্তৃক সর্বশেষ পরিচালিত খানা আয়-ব্যয় জরিপ ২০১০ এর তথ্য মূলতঃ এ অধ্যায়ে উপস্থাপন করা হয়েছে।

দারিদ্রের গতিধারা

২০০০ সাল থেকে ২০০৫ সালের মধ্যে (উচ্চ দারিদ্র রেখা দ্বারা পরিমাপকৃত) আয় দারিদ্রের হার ৪৮.৯ শতাংশ থেকে ৪০.০ শতাংশে নেমে আসে। এ হ্রাসের যৌগিক হার বার্ষিক ৩.৯ শতাংশ। তবে দারিদ্রের হার শহর এলাকায় অধিক হ্রাস পেয়েছে (বার্ষিক ৪.২ শতাংশ হারে)। অপরদিকে ২০০৫ সাল থেকে ২০১০ সালের মধ্যে আয় দারিদ্রের হার ৪০.০ থেকে ৩১.৫ শতাংশে নেমে এসেছে। এ হ্রাসের যৌগিক হার বার্ষিক ৪.৬৭ শতাংশ। এসময়েও দারিদ্রের হার শহর এলাকায় অধিক হ্রাস পেয়েছে (বার্ষিক ৪.২৮ শতাংশ হারে)। ২০০৫ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত শহরাঞ্চলে পল্লী এলাকার তুলনায় দারিদ্রের গভীরতা (দারিদ্র ব্যবধান দ্বারা পরিমাপকৃত) ও তীব্রতা (দারিদ্র ব্যবধানে বর্গ দ্বারা পরিমাপকৃত) বেশী হারে হ্রাস পেয়েছে।

সারণি ১৩.২: আয়-দারিদ্রের গতিধারা

	2010	2005	ewlK cwieZb (%) (2005-2010)	2000	ewlK cwieZb (%) (2000 থেকে 2005)
gv_v-MYbv mPK					
RvZxq	31.5	40.0	-4.67	48.9	-3.9
kni	21.3	28.4	-4.28	35.2	-4.2
cjx	35.2	43.8	-5.59	52.3	-3.5
`wi` e¨eavb					
RvZxq	6.5	9.0	-6.30	12.8	-6.80
kni	4.3	6.5	-7.93	9.1	-6.51
cjx	7.4	9.8	-5.46	13.7	-6.48
`wi` e¨eav‡bi eM					
RvZxq	২.০	২.৯	-৭.১৬	৪.৬	-8.81
kni	১.৩	২.১	-৯.১৫	৩.৩	-8.64
cjx	২.২	৩.১	-৬.৬৩	৪.৯	-8.75

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর খানা আয় ও ব্যয় জরিপ, ২০১০

মাথা -গণনা অনুপাতে মৌলিক চাহিদা ব্যয় পদ্ধতি অনুযায়ী বিভাগওয়ারী দারিদ্র প্রবণতা

মৌলিক চাহিদার ব্যয় পদ্ধতি ব্যবহার করে বিভাগওয়ারি দারিদ্রের হার সারণি ১৩.৩-এ উপস্থাপন করা হলঃ

সারণি ১৩.৩: মৌলিক চাহিদার ব্যয় অনুসারে বিভাগওয়ারি দারিদ্রের হার (মাথা-গণনা অনুপাত)

জাতীয়/বিভাগ	২০১০			২০০৫		
	নিম্ন দারিদ্র রেখা ব্যবহার করে					
	জাতীয়	পল্লী	শহর	জাতীয়	পল্লী	শহর
জাতীয়	**১৭.৬**	**২১.১**	**৭.৭**	**২৫.১**	**২৮.৬**	**১৪.৬**
বরিশাল	২৬.৭	২৭.৩	২৪.২	৩৫.৬	৩৭.২	২৬.৪
চট্টগ্রাম	১৩.১	১৬.২	৪.০	১৬.১	১৮.৭	৮.১
ঢাকা	১৫.৬	২৩.৫	৩.৮	১৯.৯	২৬.১	৯.৬
খুলনা	১৫.৪	১৫.২	১৬.৪	৩১.৬	৩২.৭	২৭.৮
রাজশাহী(পূর্বের)	২১.৬	২২.৭	১৫.৬	৩৪.৫	৩৫.৬	২৮.৪
রাজশাহী (নতুন)	১৬.০	১৬.৪	১৪.৪			
রংপুর	২৭.৭	২৯.৪	১৭.২			
সিলেট	২০.৭	২৩.৫	৫.৫	২০.৮	২২.৩	১১.০
	উচ্চ দারিদ্র রেখা ব্যবহার করে					
জাতীয়	৩১.৫	৩৫.২	২১.৩	**৪০.০**	**৪৩.৮**	**২৮.৪**
বরিশাল	৩৯.৪	৩৯.২	৩৯.৯	৫২.০	৫৪.১	৪০.৪
চট্টগ্রাম	২৬.২	৩১.০	১১.৮	৩৪.০	৩৬.০	২৭.৮
ঢাকা	৩০.৫	৩৮.৮	১৮.০	৩২.০	৩৯.০	২০.২
খুলনা	৩২.১	৩১.০	৩৫.৮	৪৫.৭	৪৬.৫	৪৩.২
রাজশাহী(পূর্বের)	৩৫.৭	৩৬.৬	৩০.৭	৫১.২	৫২.৩	৪৫.২
রাজশাহী(নতুন)	২৯.৭	২৯.০	৩২.৬			
রংপুর	৪২.৩	৪৪.৫	২৭.৯			
সিলেট	২৮.১	৩০.৫	১৫.০	৩৩.৮	৩৬.১	১৮.৬

উপরের সারণি হতে দেখা যায় যে, জাতীয় পর্যায়ে নিম্ন দারিদ্র রেখা ব্যবহার করে যেখানে দেশের দারিদ্রের হার হলো ১৭.৬ শতাংশ সেখানে উচ্চ দারিদ্র রেখা ব্যবহার করে তা দাঁড়ায় ৩১.৫ শতাংশ।

জমির মালিকানা ভিত্তিতে দারিদ্র প্রবণতা

সারণি ১৩.৪ এ জমির মালিকানার ভিত্তিতে (উচ্চ ও নিম্ন দারিদ্র রেখা ব্যবহার করে সিবিএন পদ্ধতিতে) দারিদ্র প্রবণতা দেখানো হলঃ

সারণি ১৩.৪: জমির মালিকানা ভিত্তিতে দারিদ্র প্রবণতা-২০১০ (%)

জমির আয়তন (একর)	২০১০			২০০৫		
	নিম্ন দারিদ্র রেখা ব্যবহার করে					
	জাতীয়	পল্লী	শহর	জাতীয়	পল্লী	শহর
সকল	১৭.৬	২১.১	৭.৬	২৫.১	২৮.৬	১৪.৬
ভূমিহীন	১৯.৮	৩৩.৮	৯.৯	২৫.২	৪৯.৩	১৭.৮
<০.০৫	২৭.৮	৩৫.৯	১২.৩	৩৯.২	৪৭.৮	২৩.৭
০.০৫-০.৪৯	১৭.৭	২২.১	৫.৪	২৮.২	৩৩.৩	১১.৪
০.৫০-১.৪৯	১৩.৩	১৫.২	২.৪	২০.৮	২২.৮	৯.১
১.৫০-২.৪৯	৭.৬	৮.৬	১.৮	১১.২	১২.৮	২.৭
২.৫০-৭.৪৯	৪.১	৪.৩	২.৭	৭.০	৭.৭	৩.০
৭.৫০+	৩.৭	৪.২	০	১.৭	২.০	০.০
	উচ্চ দারিদ্র রেখা ব্যবহার করে					
সকল	**৩১.৫**	**৩৫.২**	**২১.৩**	**৪০.০**	**৪৩.৮**	**২৮.৪**
ভূমিহীন	৩৫.৪	৪৭.৫	২৬.৯	৪৬.৩	৬৬.৬	৪০.১
<০.০৫	৪৫.১	৫৩.১	২৯.৯	৫৬.৪	৬৫.৭	৩৯.৭
০.০৫-০.৪৯	৩৩.৩	৩৮.৮	১৭.৪	৪৪.৯	৫০.৭	২৫.৭
০.৫০-১.৪৯	২৫.৩	২৭.৭	১৭.৪	৩৪.৩	৩৭.১	১৭.৪
১.৫০-২.৪৯	১৪.৪	১৫.৭	৮.৮	২২.৯	২৫.৬	৮.৮
২.৫০-৭.৪৯	১০.৮	১১.৬	৪.২	১৫.৪	১৭.৪	৪.২
৭.৫০+	৮.০	৭.১	০.০	৩.১	৩.৬	০.০

উৎস্যঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর খানা আয় ও ব্যয় জরিপ, ২০১০ (প্রাথমিক রিপোর্ট)।

২০১০ সালে উচ্চ দারিদ্র রেখা ব্যবহার করে দারিদ্র পরিমাপে দেখা যায় যে, জনসংখ্যার ৩৫.৪ শতাংশ ভূমিহীন, ৪৫.১ শতাংশের জমির পরিমাণ ০.০৫ একরের নীচে, ৩৩.৩ শতাংশের জমির পরিমাণ ০.০৫-০.৪৯ একর, ২৫.৩ শতাংশের ০.০৫-১.৪৯ একর, ১৪.৪ শতাংশের ১.৫-২.৪৯ একর, ১০.৮ শতাংশের ২.৫-৭.৪৯ একর এবং ৮.০ শতাংশের জমির পরিমাণ ৭.৫ একর বা তার উর্ধ্বে। এছাড়া, মাথা গণনা অনুপাতে নিম্ন দারিদ্র রেখার ক্ষেত্রে দারিদ্র পরিমাপে লক্ষ্যণীয় যে, ২৭.৮ শতাংশের জমির পরিমাণ ০.৫ একরের নীচে, ১৭.৭ শতাংশের জমির পরিমাণ ০.০৫-০.৪৯ একর, ১৩.৩ শতাংশের জমির পরিমাণ ১.৫-২.৪৯ একর, ৭.৬ শতাংশের জমির পরিমাণ ১.৫-২.৪৯ একর, ৪.১ শতাংশের জমির পরিমাণ ২.৫০-৭.৪৯ একর এবং ৩.৭ শতাংশের জমির পরিমাণ ৭.৫ একর বা তার উর্ধ্বে। দেখা যায় যে, ভূমিহীন ও নগণ্য পরিমাণ ভূমির অধিকারী জনসংখ্যার হার বেশী। সুতরাং দারিদ্র পরিস্থিতির উন্নয়ন করতে হলে ভূমিহীন প্রান্তিক চাষীদের ভাগ্যোন্নয়ন প্রয়োজন।

মাথাপিছু মাসিক আয়, ব্যয় ও ভোগ-ব্যয়

ব্যয় এবং ভোগ-ব্যয়ের পার্থক্য এই যে, ব্যয় স্থায়ী জিনিসপত্র ক্রয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট, যা ভোগ-ব্যয়ের সাথে সম্পর্কিত নয়। ১৯৯১-৯২ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত খানার মাসিক নামিক (Nominal) আয়, ব্যয় এবং ভোগ-ব্যয় সারণি ১৩.৫ তে উপস্থাপন করা হলঃ

সারণি ১৩.৫ : মাথাপিছু মাসিক আয়, ব্যয় ও ভোগ-ব্যয় পরিস্থিতি

জরিপ বৎসর	অঞ্চল	মাসিক গড় (টাকা)		
		আয়	ব্যয়	ভোগব্যয়
২০১০	জাতীয়	১১৪৮০	১১২০০	১১,০০৩
	পল্লী	৯৬৪৮	৯৬১২	৯৪৩৬
	শহর	১৬৪৭৭	১৫৫৩১	১৫২৭৬
২০০৫	জাতীয়	৭২০৩	৬১৩৪	৫৯৬৪
	পল্লী	৬০৯৬	৫৩১৯	৫১৬৫
	শহর	১০৪৬৩	৮৫৩৩	৮৩১৫
২০০০	জাতীয়	৫৮৪২	৪৮৮৬	৪৫৪২
	পল্লী	৪৮১৬	৪২৫৭	৩৮৭৯
	শহর	৯৮৭৮	৭৩৬০	৭১৪৯
১৯৯৫-৯৬	জাতীয়	৪৩৬৬	৪০৯৬	৪০২৬
	পল্লী	৩৬৫৮	৩৪৭৩	৩৪২৬
	শহর	৭৯৭৩	৭২৭৪	৭০৮৪

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর খানা আয় ও ব্যয় জরিপ, ২০১০ (প্রাথমিক রিপোর্ট)।

সারণি ১৩.৫ এ লক্ষ্য করা যায় যে, খানার মাসিক নামিক (Nominal) আয়, ব্যয় এবং ভোগ-ব্যয় ক্রমবর্ধমান। ২০১০ সালে খানার মাসিক নামিক আয় জাতীয় পর্যায়ে ১১,৪৮০ টাকা হলেও পল্লী এলাকায় তা ৯,৬৪৮ টাকা এবং শহরাঞ্চলে তা ১৬,৪৭৭ টাকা। অন্যদিকে, ২০০৫ সালে জাতীয় পর্যায়ের খানার মাসিক নামিক আয় ছিল ৭,২০৩ টাকা, যা ২০১০ সালে ৫৯.৩৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ২০০০ সালের তুলনায় তা ২৩.৩ শতাংশ বেশী। ২০১০ সালে জাতীয় পর্যায়ে গড় মাসিক ব্যয় অনুমিত হয়েছিল ১১,২০০ টাকা, যা পল্লী অঞ্চলে ছিল ৯,৬০৮ টাকা এবং শহরাঞ্চলে ছিল ১৫,৫৩১ টাকা। ২০০৫ সালে জাতীয় পর্যায়ে, পল্লী অঞ্চলে, এবং শহরাঞ্চলে তা পর্যায়ক্রমিকভাবে ৬,১৩৪ টাকা, ৫,৩১৯ টাকা এবং ৮,৫৩৩ টাকা ছিল। ২০১০ সালে খানার মাসিক নামিক ব্যয় ২০০৫ এর তুলনায় ৮২.৫৯ শতাংশ এবং ২০০০ সালের তুলনায় ২৫.৫৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

২০১০ সালে খানার মাথাপিছু মাসিক নামিক ভোগব্যয় জাতীয় পর্যায়ে ১১,০০৩ টাকা অনুমিত হলেও পল্লী এলাকায় তা ৯,৪৩৬ টাকা এবং শহরাঞ্চলে তা ১৫,২৭৬ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০০৫ সালে জাতীয় পর্যায়ে, পল্লী অঞ্চলে, এবং শহরাঞ্চলে তা যথাক্রমে ৫,৯৬৪ টাকা, ৫,১৬৫ টাকা এবং ১৫,২৭৬ টাকা ছিল। মাসিক গড় ভোগ ব্যয় ২০১০ সালে ২০০৫ সালের তুলনায় ৮৪.৫ শতাংশ এবং ২০০০ সালের তুলনায় ৩১.৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

জাতীয় পর্যায়ে পরিবারভিত্তিক আয় বন্টন এবং জিনি অনুপাত

২০০০ এবং ২০০৫ সালে পরিচালিত জরিপে পরিবার ভিত্তিক আয় বন্টনের শতকরা হার এবং জিনি অনুপাত সারণি ১৩.৬ এ উপস্থাপন করা হলঃ

সারণি ১৩.৬: জাতীয় পর্যায়ে পরিবারভিত্তিক আয় বন্টন (শতাংশ) এবং জিনি অনুপাত

পরিবার গ্রুপ	২০১০			২০০৫		
	মোট	পল্লী	শহর	মোট	পল্লী	শহর
জাতীয় পর্যায়	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
সর্বনিম্ন ৫%	০.৭৮	০.৮৮	০.৭৬	০.৭৭	০.৮৮	০.৬৭
ডিসাইল-১	২.০০	২.২৩	১.৯৮	২.০০	২.২৫	১.৮০
ডিসাইল -২	৩.২২	৩.৫৩	৩.০৯	৩.২৬	৩.৬৩	৩.০২
ডিসাইল -৩	৪.১০	৪.৪৯	৩.৯৫	৪.১০	৪.৫৪	৩.৮৭
ডিসাইল -৪	৫.০০	৫.৪৩	৫.০১	৫.০০	৫.৪২	৪.৬১
ডিসাইল -৫	৬.০১	৬.৪৩	৬.৩১	৫.৯৬	৬.৪৩	৫.৬৬
ডিসাইল -৬	৭.৩২	৭.৬৫	৭.৬৪	৭.১৭	৭.৬৩	৬.৭৮
ডিসাইল -৭	৯.০৬	৯.৩১	৯.৩০	৮.৭৩	৯.২৭	৮.৫৩
ডিসাইল -৮	১১.৫০	১১.৫০	১১.৮৭	১১.০৬	১১.৪৯	১০.১৮
ডিসাইল -৯	১৫.৯৪	১৫.৫৪	১৬.০৮	১৫.০৭	১৫.৪৩	১৪.৪৮
ডিসাইল -১০	৩৫.৮৪	৩৩.৮৯	৩৪.৭৭	৩৭.৬৪	৩৩.৯২	৪১.০৮
সর্বোচ্চ ৫%	২৪.৬১	২২.৯৩	২৩.৩৯	২৬.৯৩	২৩.০৩	৩০.৩৭
জিনি অনুপাত	০.৪৫৮	০.৪৩০	০.৪৫২	০.৪৬৭	০.৪২৮	০.৪৯৭

উৎস্যঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর খানা আয় ও ব্যয় জরিপ, ২০১০ (প্রাথমিক রিপোর্ট)।

সারণি ১৩.৭ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ডিসাইল -২ ও ডিসাইল-১০ ভুক্ত পরিবারগুলোর জাতীয় পর্যায়ে আয় ২০০৫ সালের তুলনায় ২০১০ সালে হ্রাস পেয়েছে। ডিসাইল -১,৩, ও ৪ স্থির রয়েছে। অন্যদিকে ডিসাইল-৫ থেকে ডিসাইল-৯ ভুক্ত পরিবারগুলোর আয় ২০০৫ সালের তুলনায় ২০১০ সালে বৃদ্ধি পেয়েছে। এখানে লক্ষ্যণীয় যে, সর্বনিম্ন ৫ শতাংশ পরিবারের আয় ২০১০ ও ২০০৫ সালে প্রায় স্থির রয়েছে। (২০১০ সালে ০.৭৮ ও ২০০৫ সালে ০.৭৭ শতাংশ)। অবশ্য একই সময়ে সর্বোচ্চ ৫ শতাংশের আয়ও (২৬.৯৩ শতাংশ থেকে ২৪.৬১ শতাংশে) হ্রাস পেয়েছে। সর্বোপরি জিনি অনুপাত ২০০৫ সালের তুলনায় ২০১০ সালে হ্রাস পেয়েছে যা সমাজের বৈষম্য হ্রাসের ইঙ্গিত বহন করে।

দারিদ্র বিমোচনে গৃহীত কার্যক্রম

- **সামাজিক নিরাপত্তা**

বিশ্বমন্দার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা রাখা এবং দারিদ্র বিমোচন ও সামাজিক নিরাপত্তা জোরদার করার লক্ষ্যে ২০০৮-০৯ অর্থ বছরের রাজস্ব প্রণোদনা প্যাকেজে আশু করণীয় পদক্ষেপ হিসেবে সামাজিক নিরাপত্তা (খাদ্য) খাতের বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়। বর্তমান ২০১১-১২ অর্থ বছরে সংশোধিত বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ২২,৫৫৬.০৫ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম (২০১০-১১) -এর আওতায় পলিসি সাপোর্ট হিসেবে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে নিম্নলিখিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছেঃ

- চলতি অর্থবছরে বয়স্ক, দুঃস্থ মহিলা, আ্রা"ছল মুক্তিযোদ্ধা, প্রতিবন্ধী, এতিম, প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর জন্য বিভিন্ন ভাতা হিসেবে নগদ প্রদান ও খাদ্য নিরাপত্তা কার্যক্রমের পরিধি ও বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) বিবেচনায় রেখে দারিদ্র বিমোচন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকল্পে ২০১১-১২ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক ক্ষমতায়ন খাতে ২২,৫৫৬.০৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় নগদ প্রদান হিসেবে বয়স্ক ভাতা বাবদ ৮৯২.০৪ কোটি টাকা, স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলাদের জন্য ৩৩১.২ কোটি টাকা, অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ৩৬০ কোটি টাকা সহ আরো ১১টি কার্যক্রমের অনুকূলে নগদ ভাতা প্রদানের জন্য মোট ৭০৬৯.৭০ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। এছাড়া ২০১১-১২ অর্থবছরে জলবায়ু পরিবর্তন তহবিল বাবদ

৭০০.০০ কোটি টাকা, কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মহিলাদের শ্রমিক কল্যাণ তহবিল বাবদ ৩২.৬০ কোটি টাকা, ন্যাশনাল সার্ভিসের জন্য ২৯৩.৭৪ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

- দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (PKSF), মিউনিসিপ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (MDF), সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (SDF), বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (BNF), ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড (IDCOL) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের কাছে ন্যস্ত ক্ষুদ্র ঋণ ও বিনিয়োগ তহবিল সমূহের সঞ্চালন গতি বৃদ্ধির চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। ২০১১-১২ অর্থবছরে PKSF, SDF ও BNF এর ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি বাবদ যথাক্রমে ১৮৮.৫৭ কোটি টাকা, ১৫০ কোটি (সংশোধিত বরাদ্দ) টাকা ও ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।
- সরকারি শিশু পরিবার ও অন্যান্য নিবাসীদের খোরাকী ভাতা ২২.৯০ কোটি টাকা হতে ২৭.৫৪ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। শহীদ পরিবার ও মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য রেশন বাবদ ২১.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়া, দূর্যোগ অনুদান হিসেবে থোক বরাদ্দ ৮৫ কোটি টাকা হতে বৃদ্ধি করে ১০০ কোটি টাকা করা হয়েছে।
- সরকারের fiscal কার্যক্রম অব্যাহত এবং জোরদার করার প্রয়োজনে বিশ্বব্যাংক এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকসহ উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের বিশেষ বাজেট সহায়তা (Budget Support) গ্রহণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।
- পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, সমাজকল্যাণ অধিদপ্তর, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বিসিক প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের কাছে বিদ্যমান ঘূর্ণায়মান ক্ষুদ্রঋণ তহবিলসমূহের সঞ্চালন ও প্রচলন গতি বৃদ্ধির জন্য উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দারিদ্র বিমোচনের জন্য উপরোক্ত পদক্ষেপসমূহসহ আরো কতিপয় কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক ক্ষমতায়ন খাতে নিম্নলিখিত কার্যক্রমের অনুকূলে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

সারণি ১৩.৭: সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক ক্ষমতায়ন খাত

(কোটি টাকায়)

কার্যক্রম	বাজেট (২০১০-১১)	বাজেট (২০১১-১২) (সংশোধিত)
নগদ প্রদানসহ (বিভিন্ন ভাতা) ও অন্যান্য কার্যক্রম	৬৩৫৯.৩০	৭১৪৮.৫৪
নগদ প্রদান (বিশেষ) কার্যক্রমঃ সামাজিক ক্ষমতায়ন	৫৫.৫২	৫৮.১৭
খাদ্য নিরাপত্তা কার্যক্রমসমূহঃ সামাজিক নিরাপত্তা	৭২৩২.১২	৬৪৫৭.০৯
ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি	৩৪০.০২	৩৪৩.৫৭
বিভিন্ন তহবিল	৩১৮৭.৭৭	৩১৮৪.৫৮

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির আওতায় নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান কার্যক্রম

জানুয়ারি, ২০১২ পর্যন্ত বিভিন্ন ভাতা বাবদ ৪,৮৩০.৬৪ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। খাদ্য নিরাপত্তাসহ বিভিন্ন কর্মসংস্থানমূলক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের কাজ এগিয়ে চলেছে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির আওতায় নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান বিষয়ক উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম সমূহ সংক্ষেপে নিম্নরূপঃ

বয়স্ক ভাতা কর্মসূচি: বাংলাদেশের দুর্দশাগ্রস্থ, অবহেলিত, আর্থিক দৈন্যতায় জর্জরিত বয়স্ক জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত এ কার্যক্রমে ২০১১-১২ অর্থবছরে বয়স্কভাতা কর্মসূচির জন্য ৮৯২.০৪ †KwU টাকা বরাদ্দ করা হয়। এর ফলে মাসিক ৩০০ টাকা হারে ০.২৫ †KwU ভাতাভোগী উপকৃত হচ্ছে।

এসিডদগ্ধ মহিলা ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন তহবিলঃ এ কর্মসূচির জন্য ২০১১-১২ অর্থবছরে ১ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে।

অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধীদের জন্য ভাতাঃ সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন এ কর্মসূচির জন্য ২০১১-১২ অর্থবছরে বরাদ্দ রয়েছে ১০২.৯৬ কোটি টাকা এবং জানুয়ারি ২০১২ পর্যন্ত ৫১.৪৮ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে । এ কর্মসূচির আওতায় মাসিক ৩০০ টাকা হারে ২.৮৬ লক্ষ প্রতিবন্ধী উপকৃত হচ্ছে।

বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা কার্যক্রমঃ গ্রামের দরিদ্র, অসহায় ও অবহেলিত মহিলা জনগোষ্ঠী বিশেষ করে বিধবাভাতা খাতে চলতি অর্থবছরে বরাদ্দের অঙ্ক ৩৩১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা। এর মাধ্যমে ৯ লক্ষ ২০ হাজার সুবিধাভোগীকে নগদ সহায়তা প্রদান করা হবে।

দরিদ্র মায়ের জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা: এ কর্মসূচির ২০১১-১২ অর্থবছরের লক্ষ্য অনুযায়ী নির্বাচিত ১০২০০ জন ভাতাভোগী মাকে মাসিক ৩৫০ টাকা হারে ভাতা প্রদানের পাশাপাশি স্বাস্থ্য ও পুষ্টি এবং অন্যান্য বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করে মা'দের দারিদ্র হ্রাস এবং মা ও শিশুর পুষ্টি উপাদান গ্রহণ বৃদ্ধি করা হবে। এ লক্ষ্যে ২০১১-১২ অর্থবছরের জন্য ৪২.৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। শহরাঞ্চলে কর্মজীবী দরিদ্র মার মাতৃত্বকালীন ভাতা বাবদ ৩২ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতাঃ এ কর্মসূচির আওতায় ২০১১-১২ অর্থবছরে ১ লক্ষ ৫০ হাজার জন মুক্তিযোদ্ধার জন্য মাসিক ২০০০ টাকা হারে মোট ৩৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। কর্মসূচিটি মুক্তিযোদ্ধাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে।

অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচিঃ এ কর্মসূচির লক্ষ্য মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের আত্মকর্মসংস্থানমূলক কর্মকান্ডের উপযোগী দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য একক বা যৌথভাবে বিভিন্ন ট্রেডে দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান করা এবং সে দক্ষতা কাজে লাগিয়ে আত্ম কর্মসংস্থান সৃজনের লক্ষ্যে ঋণ প্রদান করা। ডিসেম্বর ২০১১ পর্যন্ত এ কর্মসূচির অনুকূলে ৩৫.৩৯ কোটি টাকা বিতরণ করা হয় যার বিপরীতে ১৫৬৫ কোটি টাকা আদায় করা হয় এবং আদায়ের হার ৫৬ শতকরা।

গৃহায়ন তহবিল

evm¯vb gvb‡li ‡gŠwjK Pwn`v¸‡jvi Ab¨Zg we‡ePbvq †`‡ki Mnnxb, `wi` I wbgweË Rb‡Mvôx we‡kl K‡i MvgxY Mnnxb cwiev‡ii evm¯vb mgm¨v wbimb Z_v `wi` we‡gvP‡bi j‡¶¨ miKvi 1997-98 A_ eQ‡i 50.00 †KwU টাকা ev‡RU eiv‡Ïi gva¨‡g Mnvqন Znwej MVণ K‡i| ev‡RU eiv‡Ïi gva¨‡g G chš Znwej KZK cvß A‡_i cwigvY 160.50 †KwU টাকা|

G Znwej n‡Z Mnvqন FY Kvhµg ev¯evqbKvix ms¯v¸‡jv‡K (GbwRI) gvÎ kZKiv 1.00 fvM nvi mij m‡` FY c`vb Kiv nq Ges G ms¯v¸‡jv kZKiv 5.00 fvM nvi mijm‡` m‡ev"P 10(`k) ermi †gqv‡` FY cwi‡kv‡ai mweavmn mnR k‡Z DcKvi‡fvMx‡`i AbK‡j FY weZiY K‡i _v‡K| ZvQvov, †emiKvরি ms¯v¸‡jv mweav‡fvMx‡`i Avq-ea‡bi j‡¶¨ wewfb AvqeaK KgmfP MnY K‡i| D‡jL¨, এ dvÛ n‡Z wewfb cvKwZK `¸‡hv‡M ¶wZM¯ mweav‡fvMx‡`i AbK‡j G chš 10.84 ‡KwU UvKv Ab`vb wn‡m‡e weZiY Kiv n‡q‡Q|

MvgxY `wi` RbM‡নi Mn wbgv‡Yi Rb¨ G কর্মসূচিতে ‡de"qwi, 2012 chš †gvU 218.28 †KwU টাকা eivÏ †`qv n‡q‡Q| G eiv‡Ïi wecix‡Z †de"qwi, 2012 chš 132.21 †KwU টাকা QvoKiY Ges 51,368wU M‡ni wbgvY KvR m¤úb n‡q‡Q| mviv †`‡k †gvU 464wU GbwRI 64wU †Rjvi 444wU Dc‡Rjvq MnvqY FY Kvhµg ev¯evqb Ki‡Q| ZvQvov cvKwZK `¸‡hv‡M ¶wZM¯ mweav‡fvMx‡`i AbK‡j G chš 10.84 †KwU UvKv Ab`vb wnmv‡e weZiY Kiv n‡q‡Q| G chš QvoKZ F‡Yi wecix‡Z Av`vq‡hvM¨ †gvU 108.25 †KwU টাকার g‡a¨ 94.80 †KwU টাকা Av`vq Kiv n‡q‡Q| †gvU Av`vq‡hvM¨ F‡Yi Zjbvq Av`vq nvi kZKiv 87.58 fvM|

খাদ্য সাহায্য কর্মসূচির আওতায় চলমান বিভিন্ন কর্মসূচির অগ্রগতি

কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা) কর্মসূচি: গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কারের জন্য খাদ্য ও দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়াধীন কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা) কর্মসূচির আওতায় ২০১১-১২ অর্থবছরে ৩.৭১ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বরাদ্দ করা হয়েছে ।

ভিজিডিঃ এই কর্মসূচির আওতায় ২০০৯-১১ সাল পর্যন্ত ১৪৯৯২৭৭ জন উপকারভোগীকে প্রতি মাসে ৩০ কেজি হিসেবে ১৬.১৯ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্য সহায়তাসহ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০১১-১২ অর্থবছরে ৭,৪৯,৬৮৯ জন উপকারভোগীকে প্রতি মাসে ৩০ কেজি খাদ্য সহায়তাসহ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং মোট ২ লক্ষ ৭০ হাজার মেট্রিক টন খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

ভিজিএফ এবং গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টেস্ট রিলিফ-টিআর) ঃ খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়াধীন ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় ২০১১-১২ অর্থবছরে প্রায় ৪ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বরাদ্দ করা হয়েছে। টিআর কর্মসূচির আওতায় ২০১১-১২ অর্থবছরে ৪.১০ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বরাদ্দ করা হয়েছে ।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় চলমান কর্মসূচি/প্রকল্প

দারিদ্র বিমোচনে বিশেষ কর্মসূচির মাধ্যমে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা ব্যাপকভাবে হ্রাসের জন্য খাতভিত্তিক বিভিন্ন কর্মসূচি ও অন্যান্য পদক্ষেপের সঙ্গে বিভিন্ন উদ্ভাবনীমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় গত ২০০৯-১০ অর্থবছরে কতিপয় কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এর মধ্যে - অতি দরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান, ন্যাশনাল সার্ভিস, কৃষি খাতে জলাবদ্ধতা দূর এবং সেচের জন্য বিশেষ কার্যক্রম, শিশু বিকাশ কেন্দ্র, প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র, একটি বাড়ি একটি খামার কর্মসূচির অনুকূলে ২০১১-১২ অর্থবছরে যথাক্রমে ১০০০ কোটি টাকা, ২৯৩.৭৪ কোটি টাকা, ২৫০ কোটি টাকা, ২.০০ কোটি টাকা, ৭.০০ কোটি টাকা এবং ৪৫১ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে।

অতি দরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি

২০০৮-০৯ অর্থবছরে ১০০ দিনের কর্মসৃজন শীর্ষক কর্মসূচির ধারাবাহিকতায় পল্লী অঞ্চলে অতি দরিদ্র কর্মক্ষম বেকার জনগোষ্ঠীকে প্রাধান্য দিয়ে ২০০৯-১০ অর্থবছরে সারাদেশের জন্য ১,১৭৬ কোটি টাকা ব্যয়ে অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এর বৈশিষ্ট্য হল: বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলে অতি দরিদ্র বিশেষ করে এলাকার সক্ষম বেকার জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থান ও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি, সার্বিকভাবে জনগোষ্ঠী ও দেশের জন্য সম্পদ সৃষ্টি করা এবং গ্রামীণ এলাকায় ক্ষুদ্র পরিসরে অবকাঠামো ও যোগাযোগ উন্নয়ন, যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিবেশ উন্নয়ন। ২০১১-১২ অর্থবছরে সারাদেশে এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য ১০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে।

আশ্রয়ণ-২ (দারিদ্র বিমোচন ও পুনর্বাসন) প্রকল্প

সম্পূর্ণ বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে ঘূর্ণিঝড় আক্রান্ত ও গৃহহীন, ছিন্নমূল, নদী ভাঙ্গন কবলিত হতদরিদ্র পরিবারকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে গ্রহণ করা হয় আশ্রয়ণ প্রকল্প। ২০১১-১২ অর্থ বছর পর্যন্ত এ প্রকল্পে ১০ ইউনিট বিশিষ্ট ৪৭ টি ও ৫ ইউনিট বিশিষ্ট ৩০৭ টি(সিআইসিট) এবং ৫ ইউনিট বিশিষ্ট ৩১৬ টি (পাকা) সর্বমোট ৬৭০ টি পাকা ও সিআইসি ব্যারাকের কার্যাদেশ দেওয়া হয়েছে যা নির্মিত হলে ৩৫৮৫ টি পরিবার পুনর্বাসনের সুযোগ হবে। মে, ২০১২ এর মধ্যে ৫ ইউনিট বিশিষ্ট আরও ২০০টি (সিআইসিট) ও ১২০ টি ব্যারাকের (পাকা) কার্যাদেশ দেওয়া হবে, যাতে ১৬০০ পরিবার পুনর্বাসন করা সম্ভব হবে। এছাড়া উপদ্রুত এলাকার পুরাতন ব্যারাক হাউজের সংস্কার ও সুপেয় পানি সরবরাহের কাজ করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের অনুকূলে ২০১১-১২ অর্থ বছরের জন্য বরাদ্দকৃত ১৫০.০০ কোটি টাকার বিপরীতে মার্চ/২০১২ পর্যন্ত ১০৪.৩৩ টাকা ব্যয় হয়েছে ।

একটি বাড়ি একটি খামার

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে দেশের ৪৮৩টি উপজেলার ১৭৩৮৮টি গ্রামে (প্রতি ইউনিয়ন হতে ৯টি গ্রাম) বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটির সংশোধিত অনুমোদিত ব্যয় ১৪৯২.৯২ কোটি টাকা এবং বাস্তবায়নকাল জুলাই, ২০০৯ থেকে জুন, ২০১৩ পর্যন্ত। প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য লক্ষ্যসমূহ হচ্ছে ২০১৩ সালের মধ্যে গ্রামের প্রতিটি পরিবারকে কৃষি, মৎস্য চাষ, পশু পালন ইত্যাদি কাজের মাধ্যমে একটি কার্যকর খামার বাড়ি হিসেবে গড়ে তোলা, ঋণ সহায়তার মাধ্যমে প্রতি গ্রামে পাঁচটি করে প্রর্দশনী খামার গড়ে তোলা এবং অনিবাসী ভূমি মালিকদের ভূমিসহ গ্রামীণ সকল সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা। এছাড়াও প্রকল্পভুক্ত পরিবারকে তাদের প্রয়োজনভিত্তিক গরু, হাঁস-মুরগি, ঘরের টিন, গাছের চারা ও সবজি বীজের ন্যায় সম্পদ সহায়তা প্রদান

করা এবং পরিবারসমূহকে গ্রাম সংগঠনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মূলকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা। এ লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে এ প্রকল্প কাজ করে যাচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় ফেব্রুয়ারি ২০১২ পর্যন্ত ৪৮৩টি উপজেলায় ১৭৩০০টি গ্রামে গ্রাম সমিতি গঠিত হয়েছে। এ পর্যন্ত মোট ৪৮২০০টি পরিবারকে গবাদিপশু, ২১০০০টি পরিবারকে টিনের ঘর, ১৪৪৩০টি পরিবারকে হাঁস-মুরগি ও ৯৪২৮০টি পরিবারে সবজি বীজ/গাছের চারা বিতরণ করা হয়েছে। গ্রামের দরিদ্র মানুষকে ক্ষুদ্র সঞ্চয় সহায়তা (Micro saving support) দিয়ে নিজস্ব পুঁজি তৈরী করার লক্ষ্যে সদস্য প্রতি ২০০ টাকা মাসিক সঞ্চয় জমার বিপরীতে প্রকল্প থেকে ২০০ টাকা করে অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়। ইতোমধ্যে সমিতি প্রতি ৩৬০০০ টাকা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও উপকারভোগীদের আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ড পরিচালনার নিমিত্তে ঘূর্ণায়মান তহবিল হিসেবে সমিতিপ্রতি দুই কিস্তিতে ৭২৮৫০ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণন, অনিবাসী ভূমি মালিকদের জমির ব্যবহার এবং নিরাপত্তা দান ইত্যাদি কার্যক্রমসহ প্রকল্প বর্তমানে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় প্রায় ১০ লক্ষ দরিদ্র পরিবারকে সরাসরি সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

ঘরে ফেরা

ঘরে ফেরা কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হলো বস্তিতে মানবেতরভাবে বসবাসকারী ছিন্নমূল মানুষদের স্বস্তিকর পরিবেশে নিজ এলাকার বাসগৃহে প্রত্যাবাসন এবং কর্মসংস্থানের জন্য ঋণ প্রদানের মাধ্যমে গ্রামের বিভিন্ন উৎপাদনশীল কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করে গ্রামীণ অর্থনীতিতে নতুন প্রাণের সঞ্চার করা। ১৯৯৯ সালে ঘরে ফেরা কর্মসূচিটি চালুর পর ২০০১ সাল পর্যন্ত কৃষি ব্যাংকের মাধ্যমে ৪.২৩ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছিল। ২০০৯-১০ অর্থবছরে কর্মসূচিটি পুনরায় চালু করা হয় এবং ৫.০০ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়। ইতোমধ্যে এ কর্মসূচির আওতায় ১ হাজার ২৪৫ জন বস্তিবাসীকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ

এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হলো গ্রামীণ দু:স্থ ও অসহায় মহিলাদের ঋণ প্রদানের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন ও আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে তাঁদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন করা। ২০০৩-০৪ অর্থবছর থেকে ২০০৭-০৮ অর্থবছর পর্যন্ত মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের নিমিত্ত ৬৪টি জেলার আওতাধীন ৪৭৩টি উপজেলায় ৩২২৫.০০ লক্ষ টাকা ঋণ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে এবং ঘূর্ণায়মান তহবিল হিসেবে উক্ত বরাদ্দ হতে ডিসেম্বর, ২০১১ পর্যন্ত ৬,৭২৩.৬৭ লক্ষ টাকা ৮২,৮২০ জন মহিলাদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। আদায়কৃত অর্থের পরিমান ৪,৬১০.১০ লক্ষ টাকা। মহিলাদের আত্ম কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋণ পরিচালনার জন্য এ পর্যন্ত জাতীয় মহিলা সংস্থার অনুকূলে ১৩৫০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ (আবর্তক) দেয়া হয়েছে। প্রাপ্ত অর্থ ঘূর্ণায়মান আকারে সংস্থার মোট ১০৬টি শাখা অফিসের মাধ্যমে মাথাপিছু ৫০০০ টাকা থেকে ১৫০০০ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। ২০১১-১২ অর্থবছরে ৫.০০ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়।

এ ছাড়া, দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি-এর আওতায় ২০০৯-১০ অর্থবছরে অনুন্নয়ন খাতে গৃহীত "ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান" শীর্ষক কার্যক্রমের অনুকূলে বর্তমান অর্থবছরে (২০১১-১২) ৭.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে।

উন্নয়ন খাতে গৃহীত দারিদ্র বিমোচন সংক্রান্ত নতুন প্রকল্পে বরাদ্দ

১. অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাৎপদ এলাকার জনগণের দারিদ্র বিমোচন ও জীবিকা নিশ্চিতকরণ প্রকল্পঃ বরাদ্দের পরিমান-৩০ কোটি টাকা;

২. সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে দারিদ্র নিরসন প্রকল্পঃ বরাদ্দের পরিমান ১৬.১২কোটি টাকা;

৩. ধান, গম ও ভূটার উন্নত বীজের উন্নয়ন প্রকল্পঃ বরাদ্দের পরিমান-৪১.৮৫ কোটি টাকা এবং

৪. Promotion of Legal and Social Empowerment প্রকল্পঃ বরাদ্দের পরিমান-১৫.১৭কোটি টাকা।

- **দেশের বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে কর্মসংস্থান ব্যাংক**

রাষ্টীয় মালিকানাধীন এ আর্থিক প্রতিষ্ঠানটি বেকারদের মধ্যে সরল সুদে ও সহজ শর্তে ঋণ দিয়ে থাকে। ৬৪টি জেলা সদরে এবং ১৪৫টি উপজেলা সদরসহ মোট ২০৯টি শাখার মাধ্যমে ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। gvP,2012 chš †gvU µgcwÄfZ FY weZi‡Yi cwigvY 1391.77 †KwU UvKv| µgcwÄf¸Z Av`vq‡hvM¨ 1166.83 †KwU UvKvi weci‡Z Av`v‡qi cwigvY 1071.95 †KwU

UvKv| µgcwÄfZ Av`v‡qi nvi 92 শতাংশ| †`‡ki 64wU †Rjvq mivmwi mweav †fvMxi †gvU msL¨v 2,43,094 Rb Ges c‡iv¶ fv‡e Kgms¯vb n‡q‡Q 8,77,569 R‡bi |

কর্মসংস্থান ব্যাংকের কয়েকটি বিশেষ ঋণ কর্মসূচি

শিল্প কারখানার স্বেচ্ছা-অবসরপ্রাপ্ত/কর্মচ্যুত শ্রমিক কর্মচারিদের কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তা

কর্মসংস্থান ব্যাংক, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। শিল্প কারখানার ‡¯"Qv- অবসরপ্রাপ্ত/চাকুরিচ্যুত শ্রমিক/কর্মচারিদের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে †¯"Qv- অবসরপ্রাপ্ত/শ্রমিক/কর্মচারিদেরকে প্রশিক্ষণ ও পুনঃকর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে ২০০৪-০৫ ও ২০০৫-০৬ অর্থবছরে যথাক্রমে ১৭.৪৫ ও ২৩.৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। বরাদ্দকৃত উক্ত অর্থ আবর্তক হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ কর্মসূচির আওতায় gvP,2012 পর্যন্ত মোট ১৬০২১ জন অবসরপ্রাপ্ত/কর্মচ্যুত শ্রমিক/কর্মচারীর অনুকূলে ৮৭.৪৫ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে এবং আদায়ের হার ৮১ শতাংশ।

কৃষিভিত্তিক শিল্পে ঋণ সহায়তা কর্মসূচি

কৃষিভিত্তিক শিল্পে ঋণ সহায়তা প্রদানের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী কর্মসংস্থান ব্যাংক এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। কর্মসংস্থান ব্যাংকের অনুকূলে ২০০৪-০৫ অর্থবছর হতে ২০০৮-০৯ অর্থবছর পর্যন্ত ছাড়কৃত মোট ৫০ কোটি টাকা হতে gvP,2012 পর্যন্ত ২১৫২ জন উদ্যোক্তার অনুকূলে ৬০.২৯ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে । এ ঋণের আদায়যোগ্য ৫৬.৫৮ কোটি টাকার মধ্যে ৫১.৫৯ কোটি টাকা আদায় হয়েছে। আদায়ের হার ৯১ শতাংশ।

কর্মসংস্থান ব্যাংক কর্তৃক ডিসেম্বর ২০১০ পর্যন্ত ঋণ বিতরণ ও আদায় সংশ্লিষ্ট তথ্য সারণি ১৩.৮ এ দেয়া হল।

সারণি ১৩.৮: কর্মসংস্থান ব্যাংকের মার্চ ২০১২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণ তথ্য

(কোটি টাকায়)

কর্মসূচির নাম	বিতরণ	আদায়যোগ্য	আদায়কৃত	আদায়হার	সুবিধাভোগী	কর্মসংস্হান সৃষ্টি
নিজস্ব কর্মসূচি	১২৩৯.৯২	১০২৬.৭০	৯৫৩.৩৭	৯৩%	২১৯৬৯৩	৭৯৩০৯১
বিশেষ কর্মসূচি	১৫১.৮৫	১৪০.১৩	১১৮.৫৮	৮৪%	২৩৪০১	৮৪৪৭৮
মোট	১৩৯১.৭৭	১১৬৬.৮৩	১০৭১.৯৫	৯২%	২৪৩০৯৪	৮৭৭৫৬৯

উৎসঃ কর্মসংস্থান ব্যাংক।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম

নারী-পুরুষের বৈষম্য দূরীকরণ, নারীদের দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা ২০১১ গ্রহণ করে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। শিশু স্বার্থ রক্ষা ও অধিকার রক্ষা এবং শিশু কল্যাণের লক্ষ্যে জাতীয় শিশু নীতি গৃহীত হয়েছে। এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/কর্মসূচির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- ভালনারেবল M"c ডেভেলপমেন্ট (ভিজিডি), ভালনারেবল M"c ডেভেলপমেন্ট ফর আল্ট্রা পুওর (ভিজিডিইউপি), মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম, খাদ্য নিরাপত্তাহীন দরিদ্র মহিলাদের উন্নয়ন, শিশুর বিকাশে প্রাক-শিক্ষা প্রকল্প ইত্যাদি। ভিজিডি কার্যক্রমটি এ মন্ত্রণালয়ের সবচেয়ে বড় কার্যক্রম যার মাধ্যমে খাদ্য সহায়তা ও প্যাকেজ ট্রেনিং প্রদান করা হচ্ছে। ভালনারেবল M"c ডেভেলপমেন্ট ফর আল্ট্রা পুওর (ভিজিডিইউপি) প্রকল্প কর্তৃক অর্থ সহায়তা ও আয়বর্ধক সামগ্রী প্রদানের মাধ্যমে ৮০ হাজার ভিজিডি কার্ডধারী দুঃস্থ মহিলাকে ২৪ মাস বৃত্তে মাসিক ৪০০ টাকা হারে আর্থিক অনুদান প্রদান করা এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। তাঁদেরকে প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে বাংলাদেশের চরম দরিদ্র বিশেষ করে মহিলা জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা, পুষ্টিমান ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ প্রকল্পের মোট ব্যয় ১৭৭১৫.৪২ লক্ষ টাকা এবং ২০১০-১১ অর্থ বছরে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ ৬১.৩০ কোটি টাকা যার মধ্যে প্রকল্প সাহায্য ৬০ কোটি টাকা।

জাতীয় মহিলা সংস্থার আওতাধীন স্ব-কর্ম সহায়ক ঋণ কার্যক্রম মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ তহবিল হতে প্রাপ্ত ১২০ লক্ষ টাকার তহবিল দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে। এর আওতায় ৫০০০ টাকা থেকে ২০,০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা হয়।

এছাড়া দরিদ্র মায়ের জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা, কর্মজীবী মহিলাদের জন্য হোস্টেল, ছোট শিশুদের দিবাযত্ন কেন্দ্র, মহিলা উদ্যোক্তাদের পণ্য বাজারজাতকরণের সুবিধার্থে বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র স্থাপন, বিভিন্ন স্থানে মহিলাদের জন্য দুস্থ মহিলা ও শিশু সাহায্য তহবিল, কৃষি

ও কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে ও দারিদ্র বিমোচনে ভূমিকা রাখছে।

দারিদ্র বিমোচনে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের কার্যক্রম

২০১৩ সালের মধ্যে দারিদ্রের হার যথাক্রমে ২৫ ও ১৫ শতাংশে নামিয়ে আনার ক্ষেত্রে এ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদি কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত কর্মসূচিসমূহ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এ জন্য এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশের দারিদ্র বিমোচন, পল্লী জনগণের সার্বিক উন্নয়নসহ আত্ম-নির্ভরশীল করার লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম জোরদারকরণ, অর্থনৈতিক উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান ও মানব সম্পদ উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয় সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/কর্মসূচির মধ্যে একটি বাড়ি একটি খামার, সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি), ইকনমিক এম্পাওয়ারমেন্ট অব দি পুওরেস্ট ইন বাংলাদেশ (ইইপি) প্রকল্প দারিদ্র বিমোচনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।

সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি)

G cKíwUi gj D‡Ïk¨ Mv‡gi mKj †kYx †ckvi Rb‡Mvôx‡K GKK mgevq msMV‡bi AvIZvq এনে তাঁদের Av_-mvgwRK Z_v mvgwMK Dbqb mvab Kiv| 1999-04 mgqKv‡j wmwfwWwc cjx Dbqb g‡Wj wn‡m‡e i¦c jvf K‡i| Gi avivevwnK mdjZvi †cw¶‡Z cvBjU ¯‹g wn‡m‡e †`‡ki 19wU †Rjvi 21wU Dc‡Rjvq 1575 Mv‡g cix¶v-wbh¶v nq| 2q পর্যায়ের জন্য cKíটি গৃহীত হয়েছে যা Rb 2014 chš Pj‡e| G mg‡q †`‡ki 64wU †Rjvi 66wU Dc‡Rjvq 4275wU Mv‡g cKí Kvhµg ev¯ewqZ n‡চ্ছ। প্রকল্পের ২০১১-১২ অর্থবছরের জানুয়ারি, ২০১২ পর্যন্ত ৪২২০টি সমবায় সমিতি গঠিত এবং ২৮৩১টি সমিতি নিবন্ধিত হয়েছে। জানুয়ারি, ২০১২ পর্যন্ত ২৬৭৩২২টি পরিবারকে সিভিডিপি সমবায় সমিতির অন্তর্ভূক্ত করা সম্ভব হয়েছে এবং ৩৫৮৮৫৮ জনকে সমিতির সদস্যভুক্ত করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ৪৪৮৬.৮২ লক্ষ টাকা সমিতির সদস্যের পুঁজি গঠণ হয়েছে যার মধ্যে ৩৬০৫.৮২ লক্ষ টাকা সঞ্চয় এবং ৮৮১.০০ লক্ষ টাকা শেয়ার ও বিবিধ হিসেবে গঠণ করা হয়েছে। সমিতি গুলো এ পর্যন্ত ৩৯০৩.১০ লক্ষ টাকা নিজস্ব তহবিল থেকে বিনিয়াগ করেছে।

ইকনমিক এম্পাওয়ারমেন্ট অব দি পুওরেস্ট ইন বাংলাদেশ (ইইপি) প্রকল্প

২০১৫ সালের মধ্যে সমগ্র বাংলাদেশের মোট ১০ লক্ষ হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র হ্রাসের লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক দেশের চর, হাওড়-বাওড়, সমুদ্র উপকূলবর্তী ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকা,কাজের সংস্থান হয়না এমন শুষ্ক মৌসুমে AwZ `wi¸‚ cxwoZ AÂj Ges cveZ¨vÂ‡ji Aw`evmx‡`i Av_-mvgwRK Ae¯vi DbqbK‡í প্রকল্পটি ev¯ewqZ n‡চ্ছ| প্রকল্পটির †gvU ব্যয় 887.19 †KwU UvKv (wWGdAvBwW অনুদান 884.00 †KwU UvKv) এবং প্রকল্পের †gqv` †de"qwi 2008 †_‡K wW‡m¤i 2015 পর্যন্ত। ফেব্রুয়ারী ২০১২ পর্যন্ত সময়ে এই প্রকল্পের আওতায় ১২৫০০০টি অতি দরিদ্র পরিবারকে তাঁদের প্রয়োজন ও দক্ষতা অনুযায়ী পরিবার প্রতি ১৪৫০০ টাকার (সর্বমোট প্রায় ৮০ কোটি টাকার) সম্পদ হস্তান্তর এবং বরাদ্দ প্রাপ্ত ভূমিহীনদেরকে খাস জমি প্রদান করা হয়েছে। এ পর্যন্ত সম্পদ হস্তান্তর ও প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রমে ৪৭.১০ কোটি টাকা ব্যয়িত হয়েছে। এতে অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ১ লক্ষ ৮০ হাজার জন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপকৃত হয়েছে। ২০১১-১২ অর্থবছরের এডিপিতে প্রকল্পটির অনুকূলে ১০৭.২১ কোটি টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ফেব্রুয়ারী, ২০১২ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ৫৩.৪১ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ৪৯.৮২ শতাংশ।

চর জীবিকায়ন কর্মসূচি (সিএলপি) প্রকল্প

ডিএফআইডির অর্থায়নে বিশ্বব্যপী বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের মধ্যে চর এলাকার দরিদ্র জনগণের দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে গৃহীত এ প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়িত হওয়ায় British Expertise KZK International Awards 2008-09 c`vb Kiv n‡q‡Q Ges AvšRwZKfv‡e gj¨vq‡b সিএলপি cKíwU eZgv‡b 1g Ae¯v‡b i‡q‡Q| mdj ev¯evq‡bi ফলে ডিএফআইডি G wefv‡Mi gva¨‡g wmGjwc-2 ev¯evq‡bi Rb¨ Avil 78 wgwjqb cvD‡Ûi mgcwigvY A_ c`v‡bi wel‡q m¤§wZ Ávcb K‡i‡Q। এ প্রেক্ষিতে মোট ৭৯৪.৮৭৭৯ কোটি (জিওবি ১২.৫২৭৯ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৭৮২.৩৫ কোটি) টাকা ব্যয় সাপেক্ষ চর জীবিকায়ন কর্মসূচি-২ শীর্ষক একটি প্রকল্প অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটি তিস্তা/ পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্রের পার্শ্ববর্তী আটটি জেলার (কুড়িগ্রাম, জামালপুর, গাইবান্ধা, লালমনিরহাট, নীলফামারী, রংপুর, পাবনা ও টাঙ্গাইল) ৩৩টি উপজেলার ১২০টি ইউনিয়নে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

দারিদ্র বিমোচনে সমবায় অধিদপ্তর

বর্তমানে সারাদেশে নিবন্ধিত মোট সমবায় সমিতির সংখ্যা প্রায় ১,৭৯,৮৮০টি এবং প্রায় ৯০,০৯,৫৫৮ জন সমবায়ী প্রত্যক্ষভাবে সমবায় কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছেন। বিভিন্ন শ্রেণীর সমবায় সমিতির মধ্যে কৃষি ও কৃষক সমবায় সমিতির সংখ্যা ৬৯,৬৩৬ টি; মহিলা ২৭,২৯৯ টি; বহুমূখী ৩৫,৩৮৬টি; মৎসজীবী ৮,৬২৪ টি; যুব ৫৪০৭টি; সঞ্চয় ও ঋণদান ২৯৫৭টি; পানি ব্যবস্থাপনা ১৭৭২টি; কর্মচারী, শ্রমিক ও শ্রমিক কল্যাণ ১৭৪টি; দুগ্ধ উৎপাদনকারী ১৪৮৬টি; তাঁতী ১০৭৬টি; আশ্রায়ন, আশ্রায়ন (ফেইজ-২) সমবায় সমিতির সখ্যা ১২৮৭টি এবং অন্যান্য সমবায় সমিতির সংখ্যা ২৩,২১০টি। এ সকল সমবায় সমিতির কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ প্রায় ৭৩৫৮.০০ কোটি টাকা। এ বিপুল পরিমাণ সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে সমবায় সমিতিগুলো দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং দারিদ্র বিমোচনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। সমিতিগুলো এ পর্যন্ত সদস্যদের মধ্যে প্রায় ১০৯৮০.৯৯ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে এবং বিতরিত ঋণের ৮২৪৬.৯৫ কোটি টাকা আদায় করেছে। বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ সমবায় খাতের বিশেষায়িত ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান যা প্রধানত কৃষি সমবায় সমিতির জন্য ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করে থাকে। দেশের অন্যতম প্রধান তরল দুগ্ধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ (মিল্কভিটা) গ্রামীণ সমবায়ভিত্তিক দুগ্ধ সংগ্রহ, দুগ্ধজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বিপণনের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন প্রক্রিয়াতে সরাসরি অবদান রাখছে। বর্তমানে মিল্কভিটার সদস্য সমিতির সংখ্যা প্রায় ২ হাজার। ২০১১-১২ অর্থবছরে মিল্কভিটা প্রায় ৮ কোটি লিটার তরল দুগ্ধ সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ফেব্রুয়ারি,২০১২ পর্যন্ত প্রায় ৪ কোটি ১৮ লক্ষ লিটার দুগ্ধ সংগ্রহ করেছে।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড দেশের পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য নিরসনমূলক কর্মকান্ডে নিয়োজিত একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান। ষাটের দশকের প্রথমদিকে বিআরডিবি'র (তৎকালীন আইআরডি) উপর দ্বি-স্তর সমবায় পদ্ধতির (টিসিসিএ-কেএসএস) মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে বিআরডিবি ক্ষুদ্র ঋণ ও মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসনের কাজ শুরু করে। বর্তমানে বিআরডিবি একদিকে মূলধারার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে ইউসিসিএ-কেএসএস পদ্ধতিতে ঋণ, প্রশিক্ষণ, বাজারজাতকরণ ও কারিগরি সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছে। অপরদিকে, দারিদ্র নিরসনমূলক উন্নয়ন প্রকল্পের/কর্মসূচির আওতায় ক্ষুদ্র ঋণ, দক্ষতা ও মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য সেবা যথাঃ স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, স্যানিটেশন, গণশিক্ষা, এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধ ও পরিবেশ উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র নিরসন অব্যাহতভাবে প্রদান করেছে। শুরু থেকে বিআরডিবি এ পর্যন্ত ৭৪টি প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে যার বেশীর ভাগ ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান ও দারিদ্র নিরসনমূলক। বিআরডিবি বর্তমানে ৯টি প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড)

এই একাডেমীর অন্যতম উদ্ভাবন পল্লী উন্নয়নের কুমিল্লা মডেল। দেশের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, পল্লী এলাকার দারিদ্র হ্রাস ও অবকাঠামো উন্নয়নে এ মডেল যুগান্তকারী ভূমিকা রেখেছে। চলতি অর্থ বছরে বার্ড ৯৭টি প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে ৩৪৩৭ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। কৃষিবীমা স্কীম এর প্রায়োগিক গবেষণা শীর্ষক একটি পরীক্ষামূলক কর্মসূচি বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। তাছাড়া, ধান ও ভুট্টার টেকসই ও নিবিড় চাষ পদ্ধতি শীর্ষক একটি প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষকদের অধিক ধান ও ভুট্টা উৎপাদনের পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত করছে। বাংলাদেশ সরকার ও কোইকার সহায়তার বার্ড কর্তৃক পরিচালিত কুমিল্লা জেলার বুড়িচং উপজেলার সমন্বিত গ্রাম উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পটি জুলাই ২০০৮ থেকে ডিসেম্বর, ২০১১ মেয়াদে সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছে। এ প্রকল্পের আওতায় ১০.১ কিঃ মিঃ পল্লী সড়ক, ৯টি কালভার্ট, ৭টি কমিউনিটি সেন্টার ও ৮টি স্কুল নির্মাণ এবং খাবার পানি সরবরাহের সুযোগসহ সেচ ব্যবস্থাপনার জন্য ৫টি গভীর ও ১০টি অগভীর নলকূপ স্থাপনের মাধ্যমে এলাকার উন্নয়নের কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হযেছে। মহিলা শিক্ষা, আয় ও পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে বার্ড ১৬৭.০০ লক্ষ টাকা ঋণ হিসেবে বিতরণ করেছে এবং ১৬৭.৭৩ লক্ষ টাকা আদায় করেছে। অর্থাৎ ঋণ আদায়ের হার শতকরা ১০০.৪৪ ভাগ।

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া দেশের দারিদ্র বিমোচন ও পল্লীর জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। একাডেমীর প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে আধুনিক প্রযুক্তি হস্তান্তর। দক্ষতা বৃদ্ধি ও মানব সম্পদ উন্নয়ন। ২০১১-১২ অর্থ বছরের ডিসেম্বর, ২০১১ পর্যন্ত একাডেমী ১৪০টি কোর্স সংগঠন করেছে। এতে ৩৬২৮৪ জন প্রশিক্ষণার্থী (এগ্রোটেক বাংলাদেশ ২০১১ আন্তর্জাতিক মেলায় দর্শনার্থীসহ) অংশগ্রহণ করেছেন তন্মধ্যে ১১৫৯৭ জন মহিলা এবং ২৪৬৮৭ জন পুরুষ অংশগ্রহণকারী ছিলেন।

ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন

"¶` KlK I fwgnxb kwgK Dbqb cKí" kxlK cKíwUi gva¨‡g evsjv‡`‡k mec_g "RvgvbZwenxb ¶`FY KgmwP" Gi mPbv nq। dvD‡Ûk‡bi AvIZvq wW‡m¤i, 2010 পর্যন্ত mg‡য় গ্রাম পর্যায়ে ১৮৮৪টি কেন্দ্র গঠণের মাধ্যমে ৫৮৪৩১ জন পুরুষ/মহিলাকে সদস্যভুক্ত করা হয়। এ সকল সদস্য/সদস্যকে তাদের কৃষি উপাদন বৃদ্ধি, আত্মকর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে এ যাবত মোট ১০৯৫০.১৩ লক্ষ টাকা জামানত বিহীন ¶`FY weZiY Kiv nq| GKB mgq chš mvßvwnK wKw¯i gva¨‡g †gvU ৭৮১৩.৩৪ j¶ UvKv FY Av`vq Kiv nq| Av`vq‡hvM¨ FY Av`v‡qi nvi kZKiv 93.61 fvM| m`m¨/m`m¨vMY FY wewb‡qv‡Mi Avq †_‡K ¶` ¶` mÂq Rgvi gva¨‡g G hveZ †gvU ৯৪৯.৩০ j¶ UvKv wbR¯ cwR MVণ K‡i‡Q| dvD‡Ûk‡bi mdj‡fvMx‡`i kZKiv 96 fvMB gwnjv। ফাউন্ডেশনের ভবিষ্যত কার্যক্রম জোরদারকরণের লক্ষ্যে গোপালগঞ্জসহ ১৬টি জেলার ৪৫টি উপজেলায় Livelihood Improvement of Ethnic and Marginal Population শিরোনামে জানুয়ারি ২০১২ হতে জুন ২০১৫ মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত ৬৫৬২.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় সাপেক্ষ একটি প্রকল্প অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউণ্ডেশন (পিডিবিএফ)

পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) এর কার্যক্রমের আওতায় বর্তমানে ৬টি প্রশাসনিক বিভাগের ৪৪টি জেলার ৩০২টি উপজেলায় ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এলাকা সম্প্রসারণ কর্মসূচির আওতায় বর্তমান অর্থ বছরেই আরও ১০০টি উপজেলায় কার্যক্রম পরিচালনার পরিকল্পনা রয়েছে। পিডিবিএফ-এর আওতাভুক্ত উপজেলাগুলো দেশের প্রায় এক তৃতীয়াংশ ভৌগলিক এলাকা জুড়ে অবস্থিত এবং সেখানে দরিদ্র জনগনের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। ফাউন্ডেশনের সুফলভোগীদের মধ্যে প্রায় ৯৫ শতাংশ মহিলা। চলতি অর্থ-বছরের ডিসেম্বর, ২০১১ পর্যন্ত ফাউন্ডেশন ৪৬০৬ কেটি ১৬ লক্ষ টাকার ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ বিতরণ করেছে এবং ঋণ আদায়ের হার ৯৮ শতাংশ। ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমে প্রায় ৭.০৬ লক্ষ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং প্রায় ৩৫.০০ লক্ষ উপকারভোগী সরাসরি আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এসইএলপি ঋণের মাধ্যমে প্রায় ১.০০ লক্ষ জনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমান সরকারের ভিশন ২০২১ অনুযায়ী "সকলের জন্য বিদ্যুৎ" এই শ্লোগান বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পিডিবিএফ জানুয়ারি, ২০১১ পর্যন্ত ১০টি জেলার ৭০টি উপজেলায় ৯,৬১০ টি সোলার হোম সিষ্টেম প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে দৈনিক গড়ে ২,৬৫০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে এবং প্রায় ৫০,০০০ জনগোষ্ঠীকে প্রত্যক্ষভাবে বিদ্যুৎ সুবিধা প্রদান করছে।

স্থানীয় সরকার বিভাগ

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) দেশের সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে কারিগরি সহায়তা প্রদান এবং দেশের পল্লী ও শহরাঞ্চলে অবকাঠামো উন্নয়নসহ ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে পরিবেশ ও আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন,কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে সরকারের জাতীয় কর্মসূচি বাস্তবায়নের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দেশের পল্লী অঞ্চলের সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে এলজিইডি কর্তৃক পল্লী অবকাঠামোসহ অন্যান্য কার্যক্রম সফল বাস্তবায়নের জন্য ২০০৫-২৫ সাল মেয়াদে একটি দীর্ঘমেয়াদী মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। অবকাঠামো উন্নয়নে সরকারের নিজস্ব অর্থায়ন ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সহায়তায় এলজিইডি বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকে। এলজিইডি তার সূচনা লগ্ন হতে ফেব্রুয়ারি ২০১২ পর্যন্ত প্রায় ৮০৭০৩ কিমি

(উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রামীণ) সড়ক নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ/পুনর্বাসনসহ উক্ত সড়কে ১১৫৪৮৯৯ মিটার ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ/পুনঃনির্মান/ পুনর্বাসন করেছে। এছাড়াও ১৭৫৯টি গ্রোথ-সেন্টার, ১৬৬৭টি গ্রামীণ হাট বাজার উন্নয়ন, ২১,৪৩০কিমি সড়কে বৃক্ষ রোপন, ২৪২৬টি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ এবং প্রায় ৪০২১৬০ হেক্টর জমিতে কমান্ড এরিয়া উন্নয়নসহ ফ্লাড কন্ট্রোল ড্রেনেজ ইরিগেশন (এফডিসিআই) নির্মাণ করেছে।

- **দারিদ্র বিমোচনে মৎস্য অধিদপ্তরের কার্যক্রম**

মৎস্য অধিদপ্তরের অধিকাংশ কার্যক্রম দারিদ্র বিমোচনকে কেন্দ্র করে বাস্তবায়িত হচ্ছে। মৎস্যচাষ কার্যক্রম জোরদার করার জন্য রাজস্ব বাজেটের আওতায় ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির অধীনে লক্ষ্য গোষ্ঠীর মাঝে প্রায় ৪.৫ কোটি টাকা ক্ষুদ্র ঋণ হিসেবে বিতরণ করা হয়েছে। এ ছাড়া সমন্বিত মৎস্য চাষের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন প্রকল্পের মাধ্যমে ২৩ কোটি এবং অন্যান্য প্রকল্পের মাধ্যমে আরো ২.৫ কোটি সর্বমোট ৩০ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এ ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠী তথা মৎস্যচাষী/মৎস্যজীবীদের দারিদ্র বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ও রাজস্বখাত হতে ঋণ প্রাপ্ত সুফলভোগীর সংখ্যা বর্তমানে প্রায় ২ লক্ষ ৬০ হাজারে উন্নীত হয়েছে। সুফলভোগীদের মাঝে বিতরিত ঋণের আদায়ের হারও বেশ উৎসাহব্যঞ্জক।

- **দারিদ্র বিমোচনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি)**

দারিদ্র বিমোচনের জন্য জাতিসংঘের সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার প্রতিটি ক্ষেত্রেই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) ব্যবহার করে ২০১৫ সালের মধ্যে নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জন প্রক্রিয়াকে আরও ত্বরান্বিত করতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে সরকার একটি থ্রাস্ট সেক্টর হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। বর্তমান সরকার তার নির্বাচনী ইশতেহারে ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠণের মাধ্যমে আইসিটি খাতের সম্ভাবনাকে সার্থক করে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে।

- **দারিদ্র বিমোচনে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম**

দুঃস্থ, দরিদ্র, অসহায় এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সার্বিক অবস্থার উন্নয়নে সামাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বিভিন্ন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। কার্যক্রমসমূহকে প্রধানতঃ (ক) সামাজিক সংহিত উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনমূলক কার্যক্রম, (খ) সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম (গ) কল্যাণ ও সেবামূলক কার্যক্রম (ঘ) সামাজিক অবক্ষয় প্রতিরোধ কার্যক্রম (ঙ) কমিউনিটি ক্ষমতায়ন কার্যক্রম (চ) প্রশিক্ষণ, গবেষণা, মূল্যায়ন, প্রচার ও প্রকাশনা কার্যক্রম (ছ) মানব সম্পদ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম এবং (জ) পরিবেশ ও বন কার্যক্রম হিসেবে শ্রেণীভুক্ত করা হয়ে থাকে। সামাজিক সংহতি উন্নয়ন ও দারিদ্রবিমোচনমূলক কার্যক্রম এর আওতায় দারিদ্র হ্রাসকরণের জন্য ৪টি কর্মসূচিকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে: পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম (আর,এস,এস),শহর সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রম (ইউসিডি),জনসংখ্যা কার্যক্রমে পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ব্যবহার ও এসিডদগ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন কার্যক্রম।

পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

c‡e wc‡KGmGd †Kej cjx ¶`FY Lv‡Z mn‡hvMx ms¯vmgn‡K FY mnvqZv c`vb Ki‡Zv| cieZx‡Z wc‡KGmGd Zvi ¶`FY Kvhµ‡gi AvIZvq AvU ai‡bi ¶`FY c`vb ïi“ K‡i, h_v (K) cjx ¶`FY; (L) bMi ¶`FY; (M) AwZ `wi`‡`i Rb¨ ¶`FY; (N) ¶` D‡`¨vM FY;(O) †gŠmgx FY; (P) KwlLvZ FY; (Q) enËi isci †Rjvi g½v KewjZ GjvKvq ¶`FY cwiPvjbvi Rb¨ “Program Initiative for Monga Eradication (PRIME)” kxlK ¶`FY Kvhµg; (R) `wi`-evÜe D™vebxgjK Kvhµ‡g FY mweav c`v‡bi Rb¨ “Learning and Innovation Fund to Test New Ideas (LIFT)” kxlK Kvhµg|

m¤cwZ পিকেএসএফ bZb GKwU `wi` wbimb KgmwP nv‡Z wb‡q‡Q| G KgmwPi bvg n‡"Q Ò`wi` `ixKi‡Yi j‡¶¨ `wi` cwievimg‡ni m¤ú` I m¶gZv ew× (mgw×)Ó KgmwPi সারণি ১৩.৯-তে পিকেএসএফ-এর ক্ষুদ্রঋণের উপাত্ত তুলে ধরা হলঃ

সারণি ১৩.৯: পিকেএসএফ এর ক্ষুদ্রঋণ পরিস্থিতি

(†KwU UvKvq)

weeiY	µgcwÄfZ (Rb 2004 chš)	A_-eQi								µgcwÄfZ (wW‡m: 2011 chš)
		২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	2011-12 (wW‡m: 2011 chš)	
weZiY (†KwU UvKvq)	১৮৪৭.৫১	৩৬৬.০০	৬৯২.৬১	১৩৫০.৭০	১৪০৮.০৮	১৮১৯.৫৩	১৯৪১.৭০	১৯৩১.২৮	৯৯৮.২৮	১২৩৫৫.৭০
Av`vq (†KwU UvKvq)	৮০২.১১	৩৪২.১৩	৪৩৭.৫৭	৬৩৮.৯৪	১০০৯.৮৮	১৩৫২.৯২	১৬৭৮.২০	১৮৯৪.২৬	১০২২.১৮	৯১৭৮.১৮
Av`v‡qi nvi (%)	৯৮.১৭	৯৬.৬২	৯৬.৩৯	৯৬.৮৯	৯৭.৭৩	৯৮.২১	৯৮.৫৫	৯৮.৬৩	৯৮.০৮	৯৮.০৮
mn‡hvMx ms¯v	২১৯	২৩১	২৪৩	২৪৮	২৫৭	২৫৭	২৬২	২৬৮	২৬৯	২৬৯
mweav‡fvMx (FY MwnZvi msL¨v)	৫১০৪৯৪০	৫৫২২৪০৬	৬৭৭৮২৬২	৭৭২৩৪৫১	৮২৮৩৮১৪	৮২৬২৪৬৫	৮৩৮৬২১৪	৮২২৮৫৩৩	৬৫৭৩০৩৮	৬৫৭৩০৩৮
gwnjv	৪৬২১২৬০	৫০৩৩১২৯	৬২০৭৯৭১	৭০৬৭৮৭৭	৭৬১০৫৮১	৭৫৯৭০৬৭	৭৭২৩৭১২	৭৫২৭৫৪৬	৫৮৯৯২৪২	৫৮৯৯২৪২
ci"l	৪৮৩৬৮০	৪৮৯২৭৭	৫৭০২৯১	৬৫৫৫৭৪	৬৭৩২৩৩	৬৬৫৩৯৮	৬৬২৫০২	৭০০৯৮৭	৬৭৩৭৯৬	৬৭৩৭৯৬

chvq	wW‡m¤i 2011 chš		wW‡m¤i 2010 chš		Rvbt 2011 †_‡K wW‡mt 2011 gvm chš FY weZiY
	µgcwÄfZ FY weZiY	FY Av`v‡qi nvi (%)	µgcwÄfZ FY weZiY	FY Av`v‡qi nvi (%)	
wc‡KGmGd †_‡K mn‡hvMx ms¯v chv‡q (cvBKwi)	১২৩৫৫.৭০	৯৮.০৮%	১০১৯০.৮০	৯৮.০৩	২১৬৪.৯০
mn‡hvMx ms¯vmgn †_‡K FYMnxZv m`m¨ chv‡q	৭৩০৮১.৬৩	৯৯.১৯%	৬০৭৯৪.২৭	৯৮.৮০	১২২৮৭.৩৬

উৎসঃ পিকেএসএফ

- **বেসরকারি সংস্থাসমূহের (NGO) ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম**

¶`FY Lv‡Z miKv‡ii wewfb gšYvj‡qi we‡klwqZ KgmfP, miKvfi-‡emiKvfi e¨vs‡Ki cvkvcwk †emiKwi ¶`FY `vbKvix cwZôvb¸‡jvi Kvhµg Pjgvb i‡q‡Q| ¶`FY cwZôv‡bi msL¨vaK¨, Kvhµ‡gi ¸bMZ gvb I G †m±‡ii ksLjv cwZôvi Rb¨ 2006 mv‡ji 16 RjvB gvB‡µv‡µwWU †i¸‡jUix A_wiwU AvBb-2006 cvk হয় Ges GB AvB‡bi D‡Ïk¨ ciYK‡í gvB‡µv‡µwWU †i¸‡jUix A_wiwU (GgAviG) cwZôv Kiv nq| gvB‡µv‡µwWU †i¸‡jUix A_wiwU (GgAviG) ¶`FY cwZôvbmg‡ni ch‡e¶Y I Z`viwKi ¶gZvcvß cwZôvb| G AvBb Abhvqx, GgAviG Gi mb` e¨wZ‡i‡K †Kvb ¶`FY cwZôvb ¶`FY Kvhµg cwiPvjbv Ki‡Z cvi‡e bv| GgAviG †de"qwi 2012 chš 610wU ¶`FY cwZôvb‡K mb` c`vb K‡i‡Q |

`wi` we‡gvP‡bi j¶¨ wb‡q cwZwôZ ¶`FY cwZôvb¸‡jv Zv‡`i FY `vb KgmfPi gva¨‡g †`‡ki `wi` Rb‡Mvôxi Rb¨ e¨†cKwfwËK Kgs¯v‡bi mwó K‡i‡Q| GK wnmv‡e †`Lv hvq 2011 mv‡j †`‡ki enr 30wU ¶`FY cwZôvb (MvgxY e¨vsK ব্যতীত) 2,40,969.52 wgwjqb UvKv ¶`FY weZiY K‡i‡Q| GQvovI †`Lv hvq GgAviGÔi mb`cvß (30 Rb, 2011 chš) 580wU ¶`FY cwZôv‡bi FY¯wZ I mÂq¯wZi cwigvY wQj h_vµ‡g 1,73,784.90 wgwjqb I 63,267.90 wgwjqb UvKv|

D‡jL¨ †h, Rb, 2011-G mb`cvß 580wU cwZôv‡bi g‡a¨ 30wU enr ¶`FY cwZôvb GLv‡Z †gvU FYw¯wZi cvq 79.90 kZvsk I †gvU mÂqw¯wZi cvq 80.24 kZvs‡ki Askx`wiZ Ki‡Q| eZgv‡b D³ Lv‡Z Kgms¯v‡bi e¨e¯v i‡q‡Q cvq `B j¶waK †jv‡Ki| ¶`FY cwZôvb¸‡jv m‡wa”P µgxmgvb শতকরা 27 ভাগ mwfmPvR wb‡q _v‡K| Gi evB‡i কোন কোন ¶`FY cwZôv‡bi i‡q‡Q AwZ`wi` (Ultra poor)-‡`i Rb¨ 0-5 শতাংশ nv‡i (mwfmPvR) FYc`vb Kvhµg| GQvov দূর্যোগ-cieZx ¶q¶wZ †_‡K FYMnxZv‡`i সুবিধা দেয়ার Rb¨ কোন কোন cwZôv‡bi i‡q‡Q wKw¯ gIKdmn we‡kl FY c`vb Kvhµg|

প্রধান প্রধান এনজিওদের সার্বিক কার্যক্রম

ব্র্যাক

evsjv‡`‡ki meenr ‡emiKwi ¶` FY`vbKvix ms¯v| ms¯wU wewfb KgmwPi gva¨‡g FY`vb KgmwP Qvovl `wi` we‡gvPb, ¯v¯¨, wk¶v, I mvgwRK Dbqনে KvR K‡i _v‡K| we‡kl K‡i mvgwRKfv‡e ewÂZ I wewfb ¶` ‡Mvôxi gvbl †hgb AwZ`wi` Pievmx, `ª¯ bvix, Aemicvß I QvUvBKZ miKwi wkí cwZôv‡bi KgPvix‡`i wewfb ai‡Yi ¶` FY Ges cwk¶Y c`vb Kiv n‡q _v‡K| wW‡m¤i 2011 chন্ত ms¯wUi †gvU FY weZiY I Av`v‡qi cwigvY h_vµ‡g 59,073.40 †KwU I 53,809.84 †KwU UvKv| বিতরিত F‡Yi mweav†fvMxi msL¨v 67,70,338 Rb Ges Gi g‡a¨ gwnjv mweav‡fvMxi msL¨v 63,02,946 Rb|

আশা

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ১৯৭৮ সনে আশা-প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং ১৯৯২ সালে স্পেশালাইজড ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে। আশা'র উদ্ভাবনমূলক স্বল্প ব্যয় ও টেকসই ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি মডেল হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। জুলাই ১৯৯২ সন হতে ডিসেম্বর ২০১১ পর্যন্ত সদস্যদের মোট সঞ্চয় জমার পরিমাণ ৬,৪৯৬ কোটি টাকা এবং এ সময়ে সদস্যগণ সঞ্চয় উত্তোলন ও ফেরত নিয়েছে ৫,১৫৬ কোটি টাকা। ডিসেম্বর ২০১১ শেষে সঞ্চয় স্থিতি প্রায় ১,৩৪০ কোটি টাকা। ৩১ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখে মাঠে ঋণস্থিতির অঙ্ক ৪,৭৩৮ কোটি টাকা। ২০১১ সাল শেষে ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ দাড়িয়েছে ৪৯,৮৫৮ কোটি টাকা এবং আদায় ৪৫,১২০ কোটি টাকা। সদস্যদের নিরাপদ জীবন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আশা সদস্যদের জন্য ঋণ বীমা এবং জীবন বীমা (নিরাপত্তা তহবিল) চালু করে। দারিদ্র বিমোচনে জাতীয় এনজিওর পাশাপাশি আঞ্চলিক ও স্থানীয় এনজিওসমূহ যাতে কার্যকরি ভূমিকা রাখতে পারে সেজন্য ১৯৯৫ সাল হতে আশা এনজিও পার্টনারশীপ কর্মসূচি শুরু করে। ডিসেম্বর ২০১১ পর্যন্ত আশা ৪৬টি পার্টনার এনজিওকে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা দিয়েছে।

প্রশিকা

প্রশিকা বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় এনজিওগুলোর একটি। ১৯৭৫ সালে ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জের কয়েকটি গ্রামে প্রশিকার উন্নয়ন কার্যক্রম সূচিত হয়েছিল। পরে ১৯৭৬ সালে সংস্থাটি আনুষ্ঠানিকভাবে বৃহত্তর পরিসরে কাজ শুরু করে। বর্তমানে প্রশিকা ৫৫ টি জেলার ২১,২৭২টি গ্রাম ও ২,৩৮০টি বস্তিতে বসবাসরত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করছে। ডিসেম্বর ২০১১ পর্যন্ত প্রশিকা ১৪,১৯,৩০০ টি প্রকল্পের মাধ্যমে ৪,৬১৫ কোটি টাকার ঋণ সহায়তা দিয়েছে। প্রশিকা পরিচালিত ক্ষুদ্র ঋণ ও অন্যান্য কর্মসূচির মাধ্যমে ১,২২,৬১,৯০০ জন দরিদ্র নারী-পুরুষের আয় ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

শক্তি ফাউন্ডেশন

১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত শক্তি ফাউন্ডেশন ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, কুমিল্লা, বগুড়া, রাজশাহীসহ অন্যান্য বড় বড় শহরের বস্তির দুঃস্থ মহিলাদের ঋণ প্রদান করে। এছাড়া, এসব মহিলাদের স্বাস্থ্য, ব্যবসা ও সামাজিক উন্নয়নেও সংস্থাটি কাজ করে থাকে। জুন ২০১০ পর্যন্ত সদস্য, ঋণ বিতরণ ও আদায়ের প্রবৃদ্ধির হার যথাক্রমে ২৮.৩৬ শতাংশ, ৩০.১৭ শতাংশ ও ২৮.৭৬ শতাংশ। এ সংস্থা কর্তৃক বিতরিত মোট ক্ষুদ্রঋণের পরিমান ৫১৩.৮৯ কোটি টাকা ও আদায়ের পরিমান ৪১৩.৯৬ কোটি টাকা।

টিএমএসএস:

টিএমএসএস জাতীয় পর্যায়ের সমাজ সেবামূলক একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান যা দারিদ্র দূরীকরণ, আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে টিএমএসএস বাংলাদেশের ৬৩ টি জেলায় প্রায় ৩৬,২৩,১২০ জন মহিলাকে এ সংস্থার আওতায় সংগঠিত করে তাদেরকে বিভিন্ন উদ্ভাবনমূলক উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে টিএমএসএস জনগণ তথা দেশের সার্বিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

সোসাইটি ফর সোসাল সার্ভিস (এসএসএস)

১৯৮৬ সালে প্রতিষ্ঠিত সোসাইটি ফর সোসাল সার্ভিস (এসএসএস) টাঙ্গাইল জেলা থেকে এর কার্যক্রম শুরু করে। পর্যায়ক্রমে ২০১১ পর্যন্ত এসএসএস এর কর্মএলাকা ২৭টি জেলা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। জেলাসমূহের আওতায় রয়েছে ১৩৫টি উপজেলা, ৬৬টি পৌরসভা, ৮৬০টি ইউনিয়ন এবং ৭২৩০টি গ্রাম।

এসএসএস ১৯৮৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমাজ কল্যাণ অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধন প্রাপ্ত হয়। এরপর ১৯৯০ সালে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো এবং ২০০৭ সালে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআর) থেকে নিবন্ধন সনদ লাভ এবং ১৯৯২ সালে পিকেএসএফএর সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

স্বনির্ভর বাংলাদেশ

স্বনির্ভর বাংলাদেশ ১৯৭৫ সালের সেপ্টেম্বরে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রতিষ্ঠা লাভের পর কৃষি ও বন মন্ত্রণালয়ের সাথে সংযুক্ত একটি সেল (cell) হিসাবে কাজ শুরু করে। পরবর্তীতে ১৯৮৫ সাল থেকে একটি নিবন্ধিত বেসরকারী সমাজ উন্নয়নমূলক সংস্থা হিসেবে কতিপয় সমন্বিত কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামের তৃণমূল জনগোষ্ঠীর আর্থ সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। এ পর্যন্ত ৫২টি জেলার ১৭৩টি উপজেলার ১৪১৬০টি গ্রামে কর্মসূচি সম্প্রসারিত হয়েছে। জানুয়ারি ২০১১ হতে ডিসেম্বর'১১ পর্যন্ত সর্বমোট ৫৪৫ জন মহিলা পুরুষকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। স্বনির্ভর বাংলাদেশ আত্ম-কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মকান্ডে শুরু থেকে ডিসেম্বর ২০১১ পর্যন্ত ১৭,৩০,৪০৪ জন বিত্তহীন ঋণ গ্রহীতাকে ১২৪২.৫১ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে এবং ঋণ আদায় করেছে ১০০৪.৪৯ কোটি টাকা। এতে প্রায় ৮৬,৫২,০২০ জন পরিবারের সদস্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপকৃত হয়েছেন। জানুয়ারি, ১১ হতে ডিসেম্বর, ১১ পর্যন্ত এক বছরে ১৯৭.৯০ কোটি টাকা ১,২৪,২৬০ জন বিত্তহীন মহিলা ও পুরুষের মধ্যে ঋণ হিসাবে বিতরণ করা হয়েছে ও ঋণ আদায় করা হয়েছে ১৬১.৯৩ কোটি টাকা এবং সঞ্চয় জমা করেছে ২৯৫.৩৬ লক্ষ টাকা এবং সঞ্চয় ফেরৎ দেয়া হয়েছে ১৭৩.৩১ লক্ষ টাকা। জানুয়ারি, ১১ মাস হতে ডিসেম্বর, ১১ পর্যন্ত ৮৯,৫০,৯৭৭ জন শিশু ও নারী - পুরুষকে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়েছে।

এছাড়াও অন্যান্য এনজিওসমূহ এদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। cavb cavb GbwRImg‡ni ¶`FY KgmpwPi LwZqvb mviwY 13.10 G Dc¯vcb Kiv n‡jv:

সারণি ১৩.১০: প্রধান প্রধান এনজিওসমূহের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির খতিয়ান

এনজিও	২০০৩ (ক্রমপুঞ্জZ)	২০০৪	২০০৫	২০০৬	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	ক্রমপুঞ্জZ 2011 (ডিসেম্বর)
ব্র্যাক										
বিতরণ	১০৭৩১.০১	২৫৯০.১৫	৩২৫৪.২১	৪২৬১.৫৪	৬২৩২.৮৭	৮৪২৮.৯	৭৫৬৮.০৮	৭৩৭৫.৮৮	৮৬২৬.৭৮	৫৯০৭৩.৪০
আদায়	৯৫৮৩.৩৪	২২৯০.৩২	২৯২৬.৮৪	৩৬২৬.৩৯	৫০৩৬.৯৩	৭৫৬০	৭৬৫৮.৯৯	৭৩৯৯.৭৮	৭৭২৭.২৬	৫৩৮০৯.৮৪
সুবিধাভোগীর সংখ্যা	১৪৮০৯৩১৪	৪৮৫৮৭৬৩	৪৮৩৭০৯৯	৫৩১০৩১৭	৭৩৭০৮৪৭	৮০৯০৩৬৯	৮৩৫৯৯৯৩	৮০৫৪৪১৫	৬৭৭০৩৩৮	৬৭৭০৩৩৮
মহিলা	১৪৬৪৬৭৮৫	৩৮৭২১১০	৪০২৯২৬৫	৫১৪০৪৯৪	৭১০৮১৫৫	৭৭৯৬৭৬৯	৮০২৭২৬২	৭৬১৪৩২৬	৬৩০২৯৪৬	৬৩০২৯৪৬
পুরুষ	১৬২৫২৯	১৩১৪৭৭	১২৮৮৬৫	১৬৯৮২৩	২৬২৬৯২	২৯৩৬০০	৩৩২৭৩১	৪৪০০৮৯	৪৬৭৩৯২	৪৬৭৩৯২
আশা										

বিতরণ	৭২০১.০৭	২৪০৩.৯২	৩৩১৭.৯২	৪১৩১.৬১	৪৮৩৬.৪৭	৬১১০.৮৫	৬১৯১.১৯	৬৮৬৯.৮১	৮৮৪৬.৮০	৪৯৮৫৮.০৭
আদায়	৬১৯৮.০২	২২০৮.৪	২৮২২.৮২	৩৭১২	৫০৫৯.৯৫	৬০৬৫.৯৭	৬৯৩৪.১২	৬৩৭৭.৮২	৭৭৯৯.৮৬	৪৭,১৬৭.৯৬
সুবিধাভোগীর সংখ্যা	৭২৬২২৯৪	২৯৯৬৬৬০	৫৯৮৮১৩৪	৬৪৫৫৯৭৯	৬৬৭৪০৫৮	৭২৭৬৬৭৭	৫৪৯৮২৯৩	৫৬৫৬২৫৭	৪৯৩৫,৬৮৫	৪৯৩৫৬৮৫
মহিলা	৬৯৬২২১৫	২৮৯৭৫০৩	৩৯১৭৫৬৬	৪৩০৩৭৮৭	৪৭১৬৯২২	৫১৪৪৬৬২	৪৩১৯৪৪০	৪৫৩১০০২	৪২৯৭৮৯৬	৪২৯৭৮৯৬
পুরুষ	৩০০০৭৯	৯৯১৫৭	২০৭০৫৬৮	২১৫২১৯২	১৯৫৭১৩৬	২১৩২০১৫	১১৭৮৮৫৩	১১২৫২৫৫	৬৩৭৭৯০	৬৩৭৭৯০
প্রশিকা										
বিতরণ	২৬২২.৩৫	২৭৭.০৭	২৮৮.১৩	৩১৬.৫	৩১২	২৬৭	২২২	১৯৫	২০৬.৯৩	৪৬১৪.৮৬
আদায়	২৪০৯.০৬	৩৫০.৬১	৩৩০.৭	৩৪৩.০৯	২৯৮	২৮৪	৩৬০	২২৫	২৩৪.৩৯	৪৯৭৯.৯২
সুবিধাভোগীর সংখ্যা	৬৩৮৭৫৭৭	৪৯৭১০	২০০৭৬	১৫০৩০	৮২০৯	৬৭২৩	৮৪৭	১৯৩	১৩৭৯২৯	২৮১২১২৭
মহিলা	৪১১৫৬৮৭	৩৬৪৯৬	১৭১৯৩৪২	১১৪৭৮	৬৭৫৯	৩৬৪০	৭৬৪	১৬৩	৮৯৬৫৪	১৭৬৯২২৩
পুরুষ	২২৭১৮৯০	১৩২১৪	১০৫০৭৬৪	৩৫৫২	১৪৫০	৩০৮৩	৮৩	৩০	৪৮২৭৫	১০৪২৯০৪
স্বনির্ভর বাংলাদেশ										
বিতরণ	৩৩৩.৯৮	৬০.৭৫	৭৫.৯১	৯১.৩৬	৯৬.৩	৯৬.৭৩	১৩১.৬৫	১৫৭.৯৩	১৯৭.৯০	১২৪২.৫১
আদায়	২৬১.৮৮	৪৩.৩৮	৬১.৫৪	৭০.৯৪	৭৫.৯১	৮৪.৫৭	১১০.৯	১৩৩.৪৪	১৬১.৯৩	১০০৪.৪৯
সুবিধাভোগীর সংখ্যা	১৬৭৩২০	৬২৯১৫	৯৪৯৪৫	১২৯৮৯৪	১০১৫৬৫	১০৪৭০২	১২৩৮০৩	১২৭১৭৬	১২৪২৬০	১৭৩০৪০৪
মহিলা	১০০১০১	৫৯৭৭৫	৯০৫৬৫	১২৬৩৩২	৯৮৮০৭	৯৭৩৪২	১০৩৬১৪	১০৮১০৫	১০৭৩৩৩	১৪৫২২৩৫
পুরুষ	৮৮৭৯	৩১৪০	৪৩৮০	৩৫৬২	৩০৫৭	৭৩৬০	২০১৮৯	১৯০৭১	১৬৯৭২	২৭৮১৬৯
কারিতাস										
বিতরণ	৩৮৭.২৫	৬০.৪৩	১০৬.১৮	১১৮.২৪	১৪৭.৭৮	১৪০.২	১৫৩.৪৬	১৫৪.৩৮	২৩৭.০৪	১৫০৪.৯৬
আদায়	৩১৮.৯৮	৫৮.৭৬	৯৪.৯৭	১১১.৮৫	১৩৭.২১	১৩৩.৭১	১৪৭.৯৫	১৫২.৯৩	২০৯.০৫	১৩৬৫.৪১
সুবিধাভোগীর সংখ্যা	৩৬৬৫৪৪	১৮৬৫৭	১৪৯৩৬	৪২২৭	৪৩৬২	৯৯.৭১	১১৯৩২	৪১৮৫৫	৪৩৪৫	৩৪৭০৮৫
মহিলা	২৪২৬৯৩	৫৫২৬	১৪১২৪	৩৮৩১	৭০৯১	১০৫২৪	২৫২৪২	৩১৩১১	৪০৩৪	২৭০৭০২
পুরুষ	২০৩৮২১	১৩১৩১	৮১২	৩৯৬	-২৭২৯	-৫৫৩	১৩৩১০	১০৫৪৪	৮৩৭৯	৭৬৩৮৩
টিএমএসএস										
বিতরণ	৬৭২.৯৪	১৬৮.৩২	২৯২.১১	৪০৯.৭৯	৫১৪.৮	৫৭১.৯৩	৬৫৬.০১	৭৬৮.৬৫	৯৯১.৪৫	৫৪৩৭.০
আদায়	৫৫১.৪৮	১৪৮.৭৫	২২০.০২	৩৫৯.৯৯	৪৫৭.৬৯	৫৪৮.১৫	৬০৬.৩৪	৬৮২.৮৫	৮৭০.৬৫	৪৮২৯.১
সুবিধাভোগীর সংখ্যা	৩০৫৩৮১	২৩৯৩৭	১১৫৪৭০	৬৮৫৮৭	৯৯৮২৬	৮৯৫৪৪	২২৪৬২	৬০২৭	৫০১৩৪	৭০৩,১৩৭
শক্তি ফাউন্ডেশন										
বিতরণ	৩০২.৪৭	১০২.৪১	১৫০.৪২	১৭৯.৯৭	১৭৬.১৩	২০২.৭৪	৩০৫.১৫	৫১৩.৮৯	–	–
আদায়	১৯১.৯৫	৮৪.৯৬	১২৪.৪৬	১৪৫.০৩	১১৭৫.১৩	১৮১.১১	২৬২.৪৬	৪১৩.৯৬	–	–
সুবিধাভোগীর সংখ্যা	২৯৫৫৯১	১১৪৭০১	১৫৭৫১৭	১৬৭১১৩	১৫৬১০৮	১৮১৯৯০	২৯৯১৫৮	৪৭৫৯৭৬	–	–
ব্যুরো বাংলাদেশ										
বিতরণ	৩৮৪.৪৩	১৫২.৮	২৩৬.৮৪	৩১৮.০৩	৩৭৫.১৬	৫৯০.৫৮	৮১৩.৯৬	১০৯০.৮৬	১১৯১.০১	৫১৫৩.৬৭
আদায়	২৭৮.০৪	১৩২.৫২	১৯৬	২৭৭.৪৫	৩৩৭.২৭	৪৬৫.২৬	৭২৮.৫	৯৩৯.৮৬	১১০৯.০৫	৪৪৬৩.৯৫
সুবিধাভোগীর সংখ্যা	৬১৭৬৯৩	২২১৩৬৬	২৭৩২৮৬	৩৩১৩২৯	৩৭৬৭১০	৬০২২৭৩	৭৪৬৯৩৮	৯৮৫১৮২	১০৪৩৫৪১	৫১৯৮৩১৮
এসএসএস										
বিতরণ	২৫৬.২৪	৮৪.৭৮	১৬৫.৫২	২৬০.৭৭	৩৫৪.০৬	৪৩২.৬৯	৫২৩.৮	৬১৩.৮	৭৪৮.৬১	৩৪৩৮.৮৩
আদায়	২২২.৭৪	৭০.৩৫	১৩০.৭১	২০৪.৫৫	৩১০.৮৯	৩৮৩.৮৭	৪৫৭.৮২	৫৫৬.৫৫	৬১২.১৪	৯৪৯.৬২

সুবিধাভোগীর সংখ্যা	২৮০৩৮১	১৩৩৪০৪	১৮৪৫৯১	২৬০১১০	৩২০১১০	৩৬২৬৩৬	৩৫৬৪৮৩	৩৬৯৮৮৩	৪২২০৭৫	২৬৮৯৬৭৩
মহিলা	২৭৩৫৫২	১২৯১৫৪	১৭৯৫১১	২৫৩৩৮৭	৩১১৩৮৩	৩৫১০৫০	৩৪২২০৮	৩৫৩৯৮১	৪০১৭৮৬	২৫৯৬০১২
পুরুষ	৬৮২৯	৪২৫০	৫০৮০	৬৬২৩	৮৭২৭	১১৫৮৬	১৪২৭৫	১৫৯০২	২০২৮৯	৯৩৫৬১
মোট										
বিতরণ	২২৮৯১.৭৪	৫৯০০.৬৩	৭৮৮৭.২৪	১০০৮৭.৮১	১৩০৪৫.৫৭	১৬৮৪১.৬২	১৬৫৬৫.৩	১৭৭৪০.২	২১০৪৬.৫২	১৩০৩২২.৩০
আদায়	২০০১৫.৪৯	৫৩৮৮.০৫	৬৯০৮.০৬	৮৮৫১.২৯	১২৮৮৮.৯৮	১৫৭০৬.৬৪	১৭২৬৭.০৮	১৬৮৮২.১৯	১৮৭২৪.৩৩	১১৮৫৭০.২৯
সুবিধাভোগীর সংখ্যা	৩০৪৯২০৯৫	১১২৩২০০৮	১১৬৮৬০৫৪	১২৭৪২৫৮৬	১৫১১১৭৯৫	১৬৭১৫০১৪	১৫৪১৯৯০৯	১৫৭১৬৯৬৪	১৩৪৮৮৩০৭	২৬৫৭০০৮৬

উৎসঃ সংশ্লিষ্ট এনজিওসমূহ।

গ্রামীণ ব্যাংক

জামানতবিহীন ঋণ প্রদানের প্রায়োগিক কার্যক্রম বাস্তবায়নের পর গ্রামীণ ব্যাংক ১৯৮৩ সালে ব্যাংক হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। দরিদ্রদের বহুমুখী প্রয়োজনীয়তার দিকগুলি বিবেচনায় এনে গ্রামীণ ব্যাংক বিভিন্ন ধরনের সেবা প্রদান করে থাকে। ডিসেম্বর ২০১১ পর্যন্ত ২,৫৬৫টি শাখার মাধ্যমে ৬৪টি জেলার ৪৭৯টি উপজেলা/থানার আওতাধীন ৮১,৩৮০টি গ্রামে ৮৩.৭২ লক্ষ সদস্যের মধ্যে এই কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়েছে। এর মধ্যে ৯৬.১২ শতাংশ মহিলা। এ পর্যন্ত বিতরিত ঋণের পরিমান ৭০,৩০০.০০ কোটি টাকা এবং আদায়কৃত ঋণের পরিমান ৬২,৭৬৭.৪৬ কোটি টাকা। গ্রামীণ ব্যাংক সদস্যদের জমাকৃত সঞ্চয়ের পরিমাণ ৬,৬৫৪.৭১ কোটি টাকা। এ ব্যাংক গৃহ নির্মাণ ঋণ, ভিক্ষুকদের মধ্যে ঋণ, শিক্ষা ঋণ প্রদান করে থাকে। সারণি ১৩.১১ -এ গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ পরিস্থিতি তুলে ধরা হলঃ

সারণি ১৩.১১: গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ পরিস্থিতি

(কোটি টাকা)

	জুন ২০০৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২ জুলাই/১১-ফেব্রুয়ারী/১২	ফেব্রুয়ারী-২০১২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত
বিতরণ (টাকা)	১৮০২০.৯৩	৩১৪৮.৩৭	৪৫৯০.৫৫	৫০১৯.৪৪	৫৫৬১.৮৫	৭১৮৪.৫৯	৮৭৫৪.৪১	১০২৯৫.৯৮	৭৫২৪.৯০	৭২৪৩৬.৬৪
আদায় (টাকা)	১৬৫৯৫.৫৮	২৫৮১.৫৪	৩৭৬৯.৮২	৪৮০২.৫২	৪৯৫৫.০৯	৬১০৫.৩৪	৭৬৭৫.৭৭	৯২৭৬.৭৬	৬৯২৭.৯৮	৬৪৬৭০.৫৬
বিতরণ (টাকা)	৩৭৫.২৪	৯৮.৯৫	৯৮.৪৯	৯৮.৬১	৯৮.১১	৯৭.৮১	৯৭.২০	৯৬.৮৯	৯৬.৫৪	৯৬.৫৪
শাখার সংখ্যা	১১৮২	২৭৯	৬৪৮	২৪৬	৮৬	৪০	৭	১	১	২৫৬৬
গ্রামের সংখ্যা	৩৯৪৫৭	৮১১৩	১৫১১৮	৯৫১৯	৩৬৫৩	২১৭৫	২৯	১৭	৩	৮১৩৮২
সুবিধাভাগীর সংখ্যা	৯৯২১৬৪৮	৪৭৬৪২১৬	৬৩৯০১৪৮	৭২০৮৪৫৫	৭৫২৭৭০০	৭৯০৪৭৯৭	৮২৭৬৪৯৪	৮৩৭৪৯১০	৮৩৮৩৮৪৯	৮৩৮৩৮৪৯
মহিলা	৯৪২৯৮৩২	৪৫৭৩৬৮১	৬১৬১৪৫২	৬৯৭২৩৫১	৭২৯০৬০৪	৭৬৫৯৭৩৯	৭৯৮০৫৮১	৮০৫৭০৩৯	৮০৬৩৯৪৫	৮০৬৩৯৪৫
পুরুষ	৪৯১৮১৬	১৯০৫৩৫	২২৮৬৯৬	২৩৬১০৪	২৩৭০৯৬	২৪৫০৫৮	২৯৫৯১৩	৩১৭৮৭১	৩১৯৯০৪	৩১৯৯০৪

Drmt গ্রামীY ব্যাংক

- **তফসিলী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম**

৪টি বাণিজ্যিক ব্যাংক ও দুটো বিশেষায়িত ব্যাংকের ডিসেম্বর ২০১১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ক্ষুদ্রঋণ বিতরণের পরিমাণ ২০৫৪২.৩৯ কোটি টাকা এবং আদায়ের পরিমাণ ২০০৮১.৩৭ কোটি টাকা। সারণি ১৩.১২ তে ৪টি বাণিজ্যিক ব্যাংক ও দুটো বিশেষায়িত ব্যাংকের প্রদত্ত ক্ষুদ্রঋণ পরিস্থিতি দেখানো হয়েছে।

সারণি ১৩.১২: তফসিলী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ পরিস্থিতি

ব্যাংক	ক্রমপুঞ্জিত ২০০৩ পর্যন্ত	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২ (ডিসেম্বর ১১পর্যন্ত)	ক্রমপুঞ্জিত ডিসেম্বর ১১পর্যন্ত
সোনালী ব্যাংক											
বিতরণ (কোটি টাকা)	৫৭০৩.০৪	৪৬০.১৮	৪৮৫.৯	৪৫৬.৬২	৪১০.০২	৫৫৭.০৮	৬১৭.৪৪	৭৫৫.৫৭	৬৭৬.২৩	৩৯১.২২	১০০১৬.০০
আদায় (কোটি টাকা)	৭৪৫৬.৪৭	৫৪৭.৭৯	৪২৫.০৬	৪৮৬.৩৭	৬৭৭	৯২১.২৩	৭৪৩.৬৬	৬৭৮.২৮	৮১২.০০	৪৭৬.৭১	১১০৯৩.১০
আদায়ের হার (%)	১৪১.২২	১১৯.০৪	৮৭.৪৮	১০৬.৫২	১৬৫.১১	৩৪.৩	৩০.৪৬	২৯.৬১	৩৫	২৬	৮২
সুবিধাভোগীর সংখ্যা	০		১৮৯৫৬০	২০১৮৪১	১৯৯১৯০	১৭৯১৮৮	২০৮৪৭৮	২৫১৮৫৬	১৬৪৯০৬	১১৮২৩৮	৬১৬৩৭৪৩
অগ্রণী ব্যাংক											
বিতরণ (কোটি টাকা)	১৩০১.২৮	৪৪.০৮	১০০.৩৪	১৮২.০৭	২১০.৬	২৯০.৪	৩৩৯.৬৬	৪৮৭.৯২	-	৩৩১.৫৪	৩২৮৭.৮৯
আদায় (কোটি টাকা)	১২৬৯.৪৩	৫১.৬৫	৯৭.৪৭	২১২.০৯	২৬৮.৩৯	২৮৮.৭৩	৩৩৬.৮২	৪০০.৩৭	-	৩২৫.৯০	৩২৫০.৮৫
আদায়ের হার (%)	১১০.১৪	১১৭.১৭	৯৭.১৪	১১৬.৪৯	১২৭.৪৪	৯৯.৪৩	৯৯.১৬%	৮২.০৬	-	৯৮	৯৮.৮৭
সুবিধাভোগীর সংখ্যা	২৯৬১৬৮৫	২৩০৯৯	৪২৪৩৫	১০৪৩৮৭		১১৫৩৮৩	১৩৯৯০৩	১৫৮৯৭৮	-	৭৫২২০	৩৬২১০৯০
জনতা ব্যাংক											
বিতরণ (কোটি টাকা)	১৬৪১.৫৫১	২২৭.৪৭	১৯৩.৭৫	১৯৩.৭৫	২৯০.১৬	৪৯৭.৯৩	৫৬০.৯৪	৬৩১.৬৩	৭২২.৩৬	৩৫০.২৬	৫৩০৯.৮০
আদায় (কোটি টাকা)	১৫৬২.৫৪	১৬৩.৫২	১০৬.৫৪	১০৬.৫৪	২৪৯.৮১	৩৫৫.৯	৪১২.৮৩	৪০০.২৪	৫১২.২৩	২৭৬.৫০	৪১৪৬.৬৫
আদায়ের হার (%)	১০৫.৫১	৭১.৮৯	৫৪.৯৯	৫৪.৯৯	৮৬.০৯	৭১	৭৪	৬৩	৭১	৭৯	৭৮
সুবিধাভোগীর সংখ্যা	৭০৫৪৯১	১২৯৯০৮	১০১২২০	১০০০৭৩	১৪৫০৮০	১২৪৪৮৩	১২৪৬৫৩	১৩০৯২১	৯৩০৩০	৫৭৮২৫	১৭১২৬৮৪
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক											
বিতরণ (কোটি টাকা)	৯১৪.২২	৬৮.১৬	৫৮.৮৬	৫৭.০২	৫৪.৫১	৫৩.৪৩	৪৭.৮২	৯৮.৪৯	৫৩.৪২	২৪.৮১	১৪৩০.৭৪
আদায় (কোটি টাকা)	৭৮১.৬২	৪৬.৬	৩৭.২৭	৪৩.২৪	৫১.৮৪	৫১.৪৬	৪৫.৫৬	৭৬.০২	৫১.২৫	২১.২৬	১২০৬.১২
আদায়ের হার (%)	৮৩.৩	৬৮.৩৭	৬৩.৩২	৭৫.৮৩	৯৫.১	৯৬.৩১	৯৫.২৭	৭৭.১৯	৯৬.০০	৮৫.৬৯	৮৩৬.৩৮
সুবিধাভোগীর সংখ্যা	১৪৭৪৯১৮	৬০৯৮৭	৫৯১১৭	৫০০৮৩	৫২০২৮	৪৭৭৬১	৪৯৩৫৬	৩৫০৪৪	৩১৮৪৯	১৫০৭০	১৮৭৬২১৩
রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক (২০০০ সাল থেকে)											
বিতরণ (কোটি টাকা)	১৪০.৪	১৭.৯৭	৩০.৭৩	২৯.২৩	১৪.৯৯	১৭.৭১	১৮.০৩	১৮.৬১	২৭.৬৮	১৭.৬৮	৩৩৮.৮৪
আদায় (কোটি টাকা)	৪৮.৩৭	১২.৪৭	১৪.৫৩	২১.২৫	১৩.২২	১৪.২২	১৫.৭৯	১৭.৪	১৯.২৩	৮.৪৫	২৫৪.৪৯
আদায়ের হার (%)	৩৪.৪৫	৬৯.৩৯	৪৭.২৮	৭২.৭	৮৮.১৯	৮০.২৯	৮৮	৯৩	৬৯		৭৫
সুবিধাভোগীর সংখ্যা	১৭৬০৭৮	১৮৫৯৭	৪৭৮৩৪	৩০০৩৩	১৬৬৩৪	১৫৮১৮	১৬২৩৯	১৩৭৭৯	১২২৫১	৫৬৮৬	৩৪৭০৬৪
রূপালী ব্যাংক											
বিতরণ (কোটি টাকা)	২৩.৭৮	৫.১৭	১৫.২৮	১৬.০৯	১১.০২	১৬.৯৭	১৬.৮৮	২২.৬৯	২১.৭৮	৯.৪৬	১৫৯.১২
আদায় (কোটি টাকা)	২০.৯৯	২.০৫	৫.২৭	১০.১৫	১১.৯৫	১২.১৬	১৪.৭৯	১৮.৮৯	২৩.৭৯	১০.১২	১৩০.১৬
আদায়ের হার (%)	১০২.৮৩	৩৯.৬৫	৩৪.৪৯	৬৩.০৮	১০৮.৪৪	৭১.৬৫	৮৭.৬২	৮৩.২৫	১০৯.২২	১০৬.৯৭	৮১.৮০
সুবিধাভোগীর সংখ্যা	৩১৫৫০	২৪২৭	৫৪০২	৫৪৩১	২৮০৪	৪২৪২	৩৪৫৮	৫৬৭২	৭৫২০	৭৮০৬	৭৬৩১২
মোট											
বিতরণ (কোটি টাকা)	১২২৬৬.৩৭২	১০৫০.৫	১০৭৮.৬১	১১২৮.৫৩	১২৮১.৪৬	১৯৩১.৪৫	২১৬১.৭১	২৬৪৬.৫৪	১৫০১.৪৭	১১২৪.৯৭	২০৫৪২.৩৯
আদায় (কোটি টাকা)	১১১৩৯.৪২	৮২৪.০৮	৬৮৬.১৪	৮৭৯.৬৪	১২৭২.২১	১৬৪৩.৭	১৫৬৯.৪৫	১৫৯১.২	১৪১৮.৫	১১১৮.৯৪	২০০৮১.৩৭
আদায়ের হার (%)	৯০.৮১	৭৮.৪৫	৬৩.৬১	৭৭.৯৫	৯৯.২৮	৮৫.১	৭২.৬	৬০.১২	৯৪.৪৭	99.46	97.76
সুবিধাভোগীর সংখ্যা	৫৩৪৯৭২২	২৩৫০১৮	৪৪৫৫৬৮	৪৯১৮৪৮	৪১৫৭৩৬	৪৮৬৮৭৫	৫৪২০৮৭	৬০১৩৯৩	৪৬৮৫৩৪	279845	13797104

উৎস: সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহ

- **অন্যান্য বাণিজ্যিক এবং বিশেষায়িত ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি**

তফসিলী ব্যাংকসমূহের পাশাপাশি অন্যান্য বাণিজ্যিক এবং বেসরকারি ব্যাংকসমূহ দারিদ্র বিমোচন ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। নিম্নের সারণি ১৩.১৩ তে কয়েকটি বাণিজ্যিক এবং বিশেষায়িত ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ কর্মসূচির বিবরণ উপস্থাপন করা হলোঃ

সারণি ১৩.১৩: অন্যান্য বাণিজ্যিক এবং বিশেষায়িত ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণের বিবরণ

ব্যাংক	সুবিধাভোগীর সংখ্যা			বিতরণ (ডিসেম্বর '১১পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত) (কোটি টাকায়)	আদায়ের হার (%)
	মহিলা	ci"l	মোট		
আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক	৫৫৪৯০৯	২৩৭৮১৮	*৭৯২৭২৭	১১৮৬.৪৩	৯৭.২৪
সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	১৬৮৮	২৫৩২	৪২২০	৩.৩৮	৯৮
ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড	৯৫৩	১৫২৫৩	১৬২০৬	২৬১৬.৮৮	৯৫.৫২
ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	৫১৭৩৯৮	৯১৩০৫	৬০৮৭০৩	৪২২৮.৫২	৯৯.৫৪
দি ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড	৫৪	১৪৫৭৮	১৪৬৩২	২৪৮৫.৩২	৯৫.০০
বেসিক ব্যাংক লিমিটেড	২৬৬২৯৭	৬২৪৬৫	৩২৮৭৬২	৩২৪.৩৮	৮৯.৩১
উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড	৮৯০৯৫	৫৮৩৪	৯৪৯২৯	৩৩০৩.৬৬	৭০.১৭
পূবালী ব্যাংক লিমিটেড	৫০২৫৬	৭৯৮৩	৫৮২৩৯	৯০৮.৩৫	১০০
মোট	১৩৮২৮৩২	৫০২৩০১	১৮৮৫১৩৩	১৫০৫৬.৯২	

উৎসঃ সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহ। * মার্চ, ২০১২ পর্যন্ত

প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক ক্ষুদ্রঋণ বিতরণের একটি চিত্র (২০০৯ সালের জরিপ অনুযায়ী) সারণি ১৩.১৪ এ তুলে ধরা হল

সারণি ১৩.১৪: প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক ক্ষুদ্রঋণ বিতরণের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

সংস্থাসমূহ	ডিসেম্বর ২০০৯ পর্যন্ত (*N=৭৪৪)		ডিসেম্বর ২০০৮ পর্যন্ত (*N=৬১২)		ডিসেম্বর ২০০৮ পর্যন্ত (*N=৫৩৫)		২০০৯ সালে ঋণ বিতরণের বার্ষিক পরিবর্তন		২০০৯ সালে ঋণ বিতরণের প্রবৃদ্ধি (%)	
	ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণ	আদায়ের হার (%)	ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণ	আদায়ের হার (%)	ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণ	আদায়ের হার (%)	২০০৮ সালের তুলনায় ২০০৯ সালের পরিবর্তন	২০০৭ সালের তুলনায় ২০০৮ সালের পরিবর্তন	২০০৯	২০০৮
ঋণ বিতরণকারী প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত ঋণ	**১৭৯০০৩.৪৬**		**১৪০৮৯৮.৭০**		**১১২৬০১.৪৯**		**৩৮১০৪.৭৫**	**২৮২৯৭.২২**	**২৭.০৪**	**২৫.১৩**
১. মাইক্রো ফিন্যান্স প্রতিষ্ঠান-এনজিও	১২৩৩১৫.৩৯	৯৬.২২	৯৪১৭৬.৬৩	৯৬.১৬	৭৩২৩২.৩৬	৯৯.২৪	২৯১৩৮.৭৭	২০৯৪৪.২৭৯	৩০.৯৪	২৮.৬০
২ গ্রামীণ ব্যাংক	৪৯৮৩১.১৫	৯৯.৪৬	৪১৮৯০..৩৭	৯৮.৩২	৩৫৬৭৯.৮২	৯৮.০২	৭৯৪০.৮৪	৬২১০.৪৮	১৮.৯৬	১৭.৪১
৩. পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন	৩৪৩৩.০১	৯৮	২৯২৭.৬৭	৯৮	২২৯২.৪১	৯৮	৫০৫.৩৪	৬৩৫.২৬	১৭.২৬	২৭.৭১
৪. আরডিএস (আইবিবিএল)	২৪২৩.৯০	৯৯	১৯,০৪১.০০	৯৯	১৩৯৬.৯০	১০০	৫১৯.৮০	৫০৭.১.৯	২৭.৩০	৩৬.৩১
পাইকারি ঋণ বিতরণ ১. পিকেএসএফ	৮৩১০.৭৮	৯৯.৫১	৬৫৭৪.৬৮	৯৭.০৯	৪৯৭২.৫৭	৯৬.৮৭	১৭৩৬.০৯	১৬০২.১১	২৬.৪১	৩২.২২

উৎস: Microfinance Survey 2009 ।

- **মন্ত্রণালয়/বিভাগের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি**

সরকার বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করেছে। ডিসেম্বর ২০১১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণের পরিমাণ ৯৯৮৮৬.৫৪ কোটি টাকা ও আদায়ের পরিমাণ ৮৯৪৮২.২৮ কোটি টাকা (সারণি ১৩.১৫)। দারিদ্র বিমোচনে ক্ষুদ্রঋণ

কর্মসূচি টেকসই করার লক্ষ্যে সরকার ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টির প্রতি অধিকতর ¸i“Z প্রদান করছে। এ লক্ষ্যে অর্থ বিভাগসহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থাসমূহ কাজ করে hv‡”Q।

সারণি ১৩.১৫: বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের ক্ষুদ্রঋণ পরিস্থিতি

(কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	বিভাগ/সংস্থা	জুন ২০০৩ পর্যন্ত (ক্রমপুঞ্জিত)	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২ (ডিসেম্বর ১১ পর্যন্ত	ক্রমপুংঞ্জত (ডিসেম্বর,১ ১ পর্যন্ত)
অর্থ মন্ত্রণালয়	ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ (রাকাব)											
	বিতরণ	১৪০.৪	১৭.৯৭	৩০.৭৩	২৯.২৩	১৪.৯৯	১৭.৭১	১৮.০৩	১৮.৬১	২৭.৬৮	-	৩৩৮.৮৪
	আদায়	৪৮.৩৭	১২.৪৭	১৪.৫৩	২১.২৫	১৩.২২	১৪.২২	১৫.৭৯	১৭.৪	১৯.২৩	-	২৫৪.৪৯
	হার (%)	৩৪.৪৫	৬৯.৩৯	৪৭.২৮	৭২.৬৯	৮৮.১৯	৮০.২৯	৮৭.৫৯	৯৩	৬৯	-	৭৫.০০
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	বিআরডিবি											
	বিতরণ	৩৩৭২.২১	৪১৯.৪৪	৬৫৪.৮৬	৬৮৩.৭৭	৮৬২.৭৩	৭৯৬.০৬	৬৯১.১৯	৬৭৪.৪৪	৭৩৭.৭৭	৩৭৭.১৪	৯২৭২.৬১
	আদায়	২৮৯৫.২৪	৩৮০.৩৫	৪৭৪.১৮	৭২০.০৪	৮৮৭.০৭	৬৮০.৫২	৬৭৭.৫৮	৬৩৪.০১	৬৭০.৮৫	৩৪১.৫১	৮৩৬২.০৩
	হার (%)	-	৯১	৮৯	৯৪	৯৩	৯৪	৯৪	৯৩	৯১	৮৪	৯৩.০০
	বার্ড											
	বিতরণ	৭৭.৭৫	৭.০৭	৩.১১	১.৪৫	০.১৫	০.২৩	০.৬৬১	৬.১৫১	৯.৯৫		১৬৭.০*
	আদায়	৭৩.৩৬	৯	৫.২৫	১.৭৭	০.১৪	০.২২	০.৪৩	৫.২৯৫	৬.৫৯		১৬৭.৭৩
	হার (%)		১২৭.৩	১৬৮.০১	১২২.৩	৯৬.১	৯৯.৯৯	৬৫.০৯	৮৬.০৮	৬৬.২৩		১০০.৪৪
	আরডিএ											
	বিতরণ	৮.২৬	১.৪৩	১.৯৪	১.৯৯	২.২৬	৩.৫৭	৬.১৯	৫.৬	৬.৯১	৩.৪৫	৪১.৬০
	আদায়	৭.৮৬	১.২২	১.৩৯	১.৯৮	২.১৬	২.৬৯	৪.৩৮	৫.০৯	৬.২৫	৩.৩০	৩৬.৩২
	হার (%)		৮৫.৩১	৭১.৬২	৯৯.৫৮	৭৪.৪৬	৮১	৮৩	৭৪	৯০.৪৫	৯৪.৫৯	৮৫.৭৮
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর											
	বিতরণ	-	১১.১৩	২৩.৯৯	২৭.৬৫	১৭.৩৮	৪৬.৮১	৪৬.৯২	৫৪.০৯		-	৬৭২৩.৬৭
	আদায়	-	১০.৩৪	১৩.৩	২৫.০৮	১৭.২৭	২৭.৬৪	২৫.৭১	৩১.৭২		-	৪৬১০.১০
	হার (%)	-	৯২.৯২	৫৫.৪৩	৯০.৭১	৯৮	৬৭	৫৪.৮	৫৮.৬৪		-	৬৮.৫৭
	জাতীয় মহিলা সংস্থা											
	বিতরণ	২০.৪৭	০.৬৬	৫.২৬	৩.৫৮	২.৯৫	১.৯৯		-	.০৩৬	-	৩৪.৯৫
	আদায়	২০.২৩	১.০৪	৪.২২	৩.৩৩	১.৭৩	১.২৫	৩.৬৪	০.০৩	-	.০০৭৮	৩৫.৪৭
	হার (%)		১৫৭.৫৮	৮০.২৬	৯৩	৫৮.৬৪	৫৭.৯৭	-	-	-	-	১০১.৪৮
সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়	সমাজ সেবা অধিদপ্তর											
	বিতরণ	৫১৭.৫৬	৫৪.৮৮	৪৪.৫৯	৬১.৮৬	৪১.০২	৬৭.৫৪	৬৪.৮৩	৬৮.১৮	৮৯.৪৫	-	১০০৯.৯১
	আদায়	৪৭২.৫৬	৪৯.৬	৪০.৩	৫৩.৫৪	৩২.৩৩	৫২.৪১	২৮.৭৯	৫৬.২৬	-	-	-
	হার (%)		৭৩	৯০	৭৫	৭৯	৮১	৯৫	৮৯	-	-	-
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	মৎস্য অধিদপ্তর											
	বিতরণ	-	-	২.৫	২	-	-	-	২৩.৮	-	-	-
	আদায়	-	-	-	-	১.০২	২.০৮	-	১৩.০১	-	-	-
	হার (%)	-	-	-	-	৬৮.৯৭	৭১.৫	-	৫৪.৬৬	-	-	-
	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর											
	বিতরণ	১৮.৪৪	২৩.৯৩	১৮.৮১	৫.৪৯		০	৩২.৯৭	-	-	-	-
	আদায়	১২.৬৮	২.৩	৪.৬৬	৫.৬১	১০.৭৪	১৬.৭১	১৩.৯৪	-	-	-	-
	হার (%)	৬৮.৭৬	৯.৬১	২৪.৮	১২.৬	২৫.৪	৪১.৫	৪২.২৮	-	-	-	-
শিল্প মন্ত্রণালয়	বিসিক											
	বিতরণ	১৫৭.৬৭	২৯.২২	২৫.৯৪	২২.০৭	১৩.৭১	৪.৩২	৪.৩২	৫.৭৮	-	-	-
	আদায়	১২৬.৭৫	২৭.৪৬	২৩.২৬	২২.৭১	১৯.৬৭	১০.৫৭	৬.৮	১৩.৯২	-	-	-
	হার (%)		৯৩.৯৮	৮৯.৬৭	১০২.৮৯	১৪৩.৪৭	২৪৩.৫৪	১৬৩.২৭	-	-	-	-
	সরোটসি ট্রাস্ট											
	বিতরণ	১৪	৭.৬৪	৯.৭৫	৯.৪১	৯.২৬	৩.৬৪	৭.৩৩	৭.৮৫	১০৪৬.৩২	৫৪৪.৭৯	৭৭৩৯.৬৬
	আদায়	১২.০৯	৪.১১	৬.৩৬	৮.৩৩	৮.৩১	৩.৫২৮৭	৭.২৫৬	৮.২৪	৯৯৭.৪১	৫০৯.৭৬	৬৭৯৯.৮৩
	হার (%)		৫৩.৮	৬৪.৯৬	৮৯	৯০	৯৬.৯৫	৯৮.৯৯৭	১০৫	৯৫.৩২	93.56	87.86
কৃষি মন্ত্রণালয়	কৃষি ঋণ বিতরণ	১২১০৪.২৪	৪০৪৮.৩৭	৪৯৫৬.৭৮	৫৪৯৬.২১	৫২৯২.৫১	৮৫৮০.৬৬	৯২৮৪.৪৬	১১১১৬.৮৮	১২১৮৪.৩২	7688.89	৮০৭৫৩.৩২
	আদায়	১২৬৫০.১৩	৩১৩৫.৩২	৩১৭১.১৫	৪১৬৪.৩৫	৪৬৭৬	৬০০৩.৭	৮৩৭৭.৬২	১০১১২.৭	১২১৪৮.৬১	8132.60	৭২৫৭২.১৮
	হার (%)	১০৪.৫১	৭৭.৪৪৬	৬৩.৯৮	৭৫.৭৬	৮৮.৩৫	৬৯.৯৭	৯০.২৩	৯০.৯৬	৯৯.৭১	১০৫.৭৭	৮৯.৮৭
	তুলা উন্নয়ন বোর্ড											
	বিতরণ	৩.৩	০.২৬৩	০.২৬৪	০.২১৩	০.২৯৪২	০.৩৩৮২	০.৩৪১	০.৪২৯	.৬৪১১	০.৭৬৮৭	৬.৮৪০২
	আদায়	৩.৪৮	০.২৮	০.২৫	০.২২	০.৩১	০.৩৫১২	০.৩৫৩১	০.৪৫১	.৬৬৭৫	.১০৪৩	৬.৪৬৪৬
	হার (%)		১০৫.৭	১০১.৬	১০১.৬	১০৪	১০৪	৭৬.০৭	১০২.৫৬	১০৪.১২	১৪	৯৪.৫১
	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর											
	বিতরণ	১৫৯.০৭	১৪৭.৪৬	৬৯.৭৭	২৭.৮২	৩৫.৩৮	৩১.১৫	১৮.৪৩	১.১৩	-	-	-
	আদায়	১১৬.৪৬	৯৯.৫৩	৫২.২৫	২০.৩৮	৩৪	৪৮.১৬	৩৭.১৭	০	-	-	-
	হার (%)	৭৩.২১	৬৭.৫৩	৭৫	৭৩	৯৬	১৫৪.৬১	২০১.৬৮	০	-	-	-
ভূমি মন্ত্রণালয়	বিতরণ	৬৮.৪৩	০	৮.৭	১০.১৪	৫.৫	৮.৭৬	৪.৩৩	৫.২৫	৪.৭২	৪.০৬	১১৯.৮৯
	আদায়	৫৫.৪৩	০	৭.২২	৬.৩৭	৩.৮২	৫.৬	৩.১১	৩.১৮	২.৪৫	১.৯৮	৮৯.১৬
	হার (%)	৮১	০	৮২.৯৯	৬২.৮২	৬৯.৪৫	৬৩.৯৩	৭১.৬৭	৬০.৫৯	৫১.৯১	৪৮.৭৬	৭৪.৩৭

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	বিভাগ/সংস্থা	জুন ২০০৩ পর্যন্ত (ক্রমপুঞ্জিত)	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২ (ডিসেম্বর ১১ পর্যন্ত	ক্রমপুংঞ্জত (ডিসেম্বর,১ ১ পর্যন্ত)
** স্থানীয় সরকার বিভাগ	স্থানীয় সরকার পকৌশল অধিদপ্তর											
	বিতরণ	৫৪.৮৫	১.৩৩	৩.৩৭	৬	১৬.৩২	৩১.৯৫	৯৩.১৩	৫৭.০৪	৫৮.৬১	২৪.৬২	৩৪৭.২২
	আদায়	২২.৭২	১.০৩	২.৬৬	৩.৩১	৯.২৮	২১.৮	৮৫.০৯	৪৭.৪৬	৫৭.০৬	২৪.৫১	২৪৭.৯২
	হার (%)	৪৭.২৬	৭৭.৪৪	৯৬	৮৮.৮৯	৯৮	৮৪	৯৪.৬৩	৯৫.৬৬	৯৭.৫	৯৬.৪	৯০.৩৮
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর											
	বিতরণ	৫১১.৬৩	৩৪.৬৫	৬২.৮৭	৭৭.৭৭	৬০.০২	৬১.৭৫	৫১.৫২	৬১.০৭	৭০.০৩	৩৩.৭৭	১০২৯.০২
	আদায়	৪২৭.৯৭	৩৩.২৭	৪৪.৯৮	৫৭.৩৭	৭৪.৪৬	৬১.১৬	৫৬.৩৭	৩৫.১	৬১.৫৯	২২.৭৭	৮৯৫.০৪
	হার (%)	৮৩.৬৫	৯৬.০১	৭১.৫৪	৭৩.৭৬	১২৪.০৬	১০০.৬৭	১০৯.৪১	৬৯.৫৩	৮৭.৯৫	৬৭.৪৩	৮৬.৯৮
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	রেশম বোর্ড											
	বিতরণ	২১.৫৮	৮.০৭	৯.১৬	৪.৬৮	৩.৩১	০.৬	০.৬৯	১.৫৯২	-	-	-
	আদায়	৭.০১	৩.৬২	৩.১২	৩.৬	৪.০৮	২.৩৪	২.৪৭	২.০৮	-	-	-
	হার (%)		৪৪.৮৬	৩৪.০৬	৫৫.১১	৫৭.৯৫	৪৩.৪১	৮১.৬৫	৫৪.৯৩	-	-	-
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	বিতরণ			১০.১৬	৩.৮৬	৮.৬	২.০৮	১.৫৮	৭.০৩	৩৯.৪৪	-	৩৫.৫৯
	আদায়			০.৪১	১.৯৭	২.৮২	২.৮২	২.৭১	২.৮৪	৫২.৫৪	-	১৫.৬৫
	হার (%)			২৭	৩৮	৪২	৪২	৩২	৪০.৪	৫৬.০০	-	৫৬
মোট	বিতরণ	১৭২৪৯.৮৬	৪৮১৩.৫১৩	৫৯৪২.৫৫৪	৬৪৭৫.১৯৩	৬৩৮৬.৩৮৪	৯৬৫৯.১৫৮	১০৩২৬.৯২	১২১১৪.৯২২	১৪১৮৬.৩৯	৮৬৭৭.৪৯	৯৯৮৮৬.৫৪
	আদায়	১৬৯৫২.৩৪	৩৭৭০.৯৪	৩৮৬৯.৪৯	৫১২১.২১	৫৭৯৭.৪১	৬৯৫৫.৬৯	৯৩৪৯.২০৯	১০৯৭৫.৮২৬	১৪১০৭.৪৪	৯০৩৬.৫৩	৮৯৪৮২.২৮
	হার (%)	৯৮.২৭	৭৮.৩৪	৬৫.১১	৭৯.০৯	৯০.৭৭	৭২.০১	৯০.৫৩	৯০.৫৯	৯৯	১০৪.১৩	৮৯.৫৮

* জুলাই, ২০১১ পর্যন্ত। ** ফেব্রুয়ারী, ২০১২ পর্যন্ত